CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

CMYK

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 December 2021 ■ আগরতলা ৪ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৭ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পাচার ও গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে সাফল্য মিললেও

রাজ্যে নেশার বিরুদ্ধে ভয়ংকর ব্যর্থতায় শিরাপথে যুবদের মাদক গ্রহণ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। পাচার এবং গাজা চাষ ও পাচারের বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ এবং বিএসএফের তাতে বিরাট সাফল্য রয়েছে। কিন্ত, ড্রাগসের নেশার বিরুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ ত্রিপুরা পুলিশ। অন্তত, শিরাপথে মাদক গ্রহণে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। বিএসএফ ত্রিপুরায় ধারাবাহিকভাবে পাচার বাণিজ্য আটকাতে একের পর এক সাফল্যের ছাপ রেখেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ১৯ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের পাচার সামগ্রী আটক করেছে বিএসএফ। তেমনি, আজ গাজা বিরোধী অভিযানে নেমে ১০ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের গাজা গাছ ধ্বংশ করেছে পুলিশ। কিন্ত, ড্রাগসের নেশার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কোথায়, প্রশ্ন উঠছে সর্বত্রই।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জন সংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘন্টায় সিপাহীজলা জেলায় একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়ে ৫০.৫ কেজি গাজা, ২৬৭ বোতল ফেন্সিডিল, ৮৭৫ কেজি ইলিশ

ইলিশ উদ্ধার

বেআইনীভাবে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা ইলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ।

মাছ, ১৪টি গবাদি পশু এবং বাংলাদেশী মুদ্রায় ১৩১০২ টাকা উদ্ধার হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের পথে ইলিশ মাছ এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচারের সময় বাকি সামগ্রীগুলি বিএসএফ উদ্ধার করেছে।

এদিকে, খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ গাজা বিরোধী অভিযানে নেমে বিরাট সাফল্য পেয়েছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ ১০ হাজার গাজা গাছ ধ্বংশ করেছে। আজ তেলিয়ামুড়া থানাধীন কলই বস্তি এলাকার গভীর জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে বিস্তির্ন এলাকাজুড়ে গাজা চাষ উদ্ধার করেছে। পুলিশ ও টিএসআর যৌথভাবে ওই অভিযানে ২ ঘন্টা সময় নিয়ে সমস্ত গাজা গাছ ধ্বংশ করেছে।

সম্প্রতি একাধিক ঘটনায় প্রচুর শুকনা গাজা পাচারের সময় উদ্ধার করেছে পুলিশ। চূড়াইবাড়ি দিয়ে প্রায়সই গাজা পাচার ভেস্তে দেন পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে প্রচুর গাজা পাচারের সময় উদ্ধার হচ্ছে। কিন্ত, সম্প্রতি যুব সমাজকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য ড্রাগসের নেশার বিরুদ্ধে পুলিশ তেমন কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারছে না। শহর আগরতলায় আনাচে কানাচে হেরোইন ছড়িয়ে পড়েছে। যুব সমাজ ওই নেশার প্রতি আসক্ত হয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে। এমনকি, শিরাপথে মাদক গ্রহণে মারণব্যাধি এইডস-এ আক্রান্ত হচ্ছেন। তবুও, পুলিশ ওই নেশার বিরুদ্ধে এখনো যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারছে না বলেই মনে হচ্ছে।

সম্প্রতি, প্রচুর যুবক-যুবতীদের নেশা মুক্তি কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্লাস্টিকের চাল নিয়ে আতঙ্ক কলমখেত হাইস্কুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। প্লাস্টিকের চাল নিয়ে আতঙ্ক কলমখেত উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী এবং অভিবাকদের মধ্যে। জানা যায় সোনামুড়া মহাকুমার কলমখেত উচ্চ বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের চাল, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বন্টন করার পর, সেগুলো বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর দেখা যায়, অন্য সাধারণ চাল থেকে একটু ব্যতিক্রম। তখন সবার সন্দেহ হয়।

এনিয়ে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই দিকে সবাই দাবি করছেন চাল গুলি প্লাস্টিক এর চাল। এ বিষয়ে শুক্রবার সংবাদ প্রতিনিধির একটি দল ,কথা বলেছিল মিড ডে মিলের পরিচালকের সাথে। তিনিও দাবি করেন এই গুলি নাকি প্লাস্টিকের চাল। অন্যদিকে অভিভাবক এর তরফ থেকে ও অভিযোগ এসেছে এগুলো প্লাস্টিকের চাল। তারমানে রীতিমতো এ চাল নিয়ে এলাকা হইচই পড়ে গেছে। এই দিকে কলখেত উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওমিক্রন নিয়ে ফের সতর্ক করল কেন্দ্র, নির্দেশিকাসহ রাজ্যগুলিকে চিঠি স্বাস্থ্য সচিবের

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ফের চিঠি দিয়ে সতর্ক করল কেন্দ্র। এবার আরও বেশি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ চিঠি দিয়ে প্রতিটি রাজ্যকে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। চিঠিতে স্বাস্থ্য সচিব লিখেছেন, করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়িয়ে হটস্পট এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। কনট্যাক্ট ট্রেসিং, প্রয়োজনে করোনা আক্রান্তদের নিভৃতবাসের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। দরকারে কন্টেনমেন্ট জোন তৈরি করতে হবে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, করোনার প্রথম টিকার পর যাতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় টিকা দেওয়া হয় সে দিকে নজর দিতে হবে। জেলাভিত্তিক করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়াতে হবে। যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলায় পর্যাপ্ত বেড, অক্সিজেন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য পরিষেবা মজুত রাখতে হবে।

এ ছাড়া বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের জন্যও বেশ কিছু নিয়মমানার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র। সে ক্ষেত্রে বিদেশযাত্রার ৭২ ঘন্টা আগে আরটি-পিসিআর-এর নেগেটিভ রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

'এয়ার সুবিধা' পোর্টাল থেকে ফর্ম ডাউনলোড করে গত ১৪ দিন কোথায় ছিলেন তা জানাতে হবে। যাত্রীর দেওয়া তথ্য সঠিক কি না তার প্রমাণও দিতে হবে। এই তথ্য না দিলে বিমানযাত্রার অনুমতি মিলবে না। যাত্রীদের প্রত্যেকের মোবাইলে আরোগ্য সেতু অ্যাপ থাকতে হবে। 'ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে আসা যাত্রীদের ৭দিনের নিভৃতবাসে পাঠাতে হবে। পাঁচদিন আগেই চিঠি দিয়ে ওমিক্রন সংক্রমণ নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অতিসতর্ক থাকতে বলেছিল কেন্দ্র। এ বার আবারও চিঠি দিয়ে রাজ্যগুলিকে বেশ কিছু পরামর্শ দিল স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

খয়েরপুরে সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত বাম যুবনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। খয়েরপুর বাজারে সন্ত্রাসীদের আক্রমণে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন বিরোধী দল সিপিআইএমের যুব সংগঠনের নেতা। আহত জীবনে তাকে দেখতে জিবির হাসপাতালে যান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

রাজ্যের শাসক দলের নেতারা সন্ত্রাস নেই বলে জোর গলায় দাবি করলেও নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বিভিন্ন স্থানে অব্যাহত রয়েছে। শাসক দলের নেতাদের কোনো নির্দেশ মান্য করছেনা দলীয় উশৃংখল-কর্মী সমর্থকরা। তাতে জনমনে আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বাড়ছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন খয়েরপুর বাজারে সিপিআইএম যুব সংগঠনের এক নেতাকে সঙ্গবদ্ধ হামলা চালিয়ে গুরুতরভাবে জখম করেছে শাসকদলের দুর্বৃত্ত বাহিনী। আহত বিরোধী দলের নেতার নাম সমিরন কর। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মিলন কর জানায় গতকাল সন্ধ্যা রাতে এসে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য খয়ের পুর বাজারে গিফটের জিনিস কিনতে এসেছিল।

তখন তার উপর সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালানো হয়। আত্মরক্ষার জন্য যুবনেতা সম্মেলন করে একটি কাপড়ের দোকানের ভিতর আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে গিয়ে তার মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয়। দোকানের ভিতর ফেলে তাকে প্রচন্ড ভাবে মারধর করা হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাম্পিং স্টেশনে ভয়াবহ আগুন, দূষিত হল বায়ু, দুই ঘন্টা পর পৌঁছল দমকল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৩ নং ওয়ার্ডের কালিপুর এলাকায় সরকারি ভাবে বর্জ্য ফেলার জায়গায় ভয়াভয় আগুন। তাতে স্থানীয় জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়. বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কোন এক সময় কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৩ নং ওয়ার্ডের কালিপুর এলাকায় সরকারি ভাবে বর্জ্য ফেলার জায়গায় ভয়াভয় আগুন লাগে। দুস্কৃতিকারীরা এই আগুন লাগিয়েছে বলে আশঙ্কা। এর ফলে তীব্র আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা কালিপুর

কৈলাসহর

এলাকায়।

বিষাক্ত ধোঁয়া ও গন্ধে দুর্বিষহ অবস্থা এলাকার সাধারন নাগরিক ও পথচলতি মানুষের। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কৈলাশহর পুর পরিষদ এর তরফ থেকে পুর পরিষদ এলাকার সমস্ত বর্জ্য ফেলা হয় কালিপুর এলাকায়। বলা যায় শহরের জনবহুল এলাকা এই বর্জ্য ফেলার স্থান এর পাশেই রয়েছে দুটি স্কুল। স্থানীয়দের তরফ থেকে একাধিকবার মহকুমা প্রশাসক, পুরো পরিষদ ও জেলা শাসককে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। স্থানীয়রা বহুবার রাস্তা অবরোধ করে এর প্রতিবাদ জানান।

বর্তমানে নির্দিষ্ট বাউন্ডারির বাইরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় শিশু সহ গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। বিশালগড় বাইদ্যার দিঘি এলাকায় স্কুল থেকে নিজ বাড়ি ফেরার পথে বাইকের ধাক্কায় গুরুতরভাবে জখম ৯ বছরের শিশু। আহত শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ বাইদ্যার দিঘি স্কুল থেকে নিজ বাড়ি ফেরার পথে বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হয় ৯ বছরের শিশু হৃদম রায়। রাস্তায় ৯ বছরের শিশুকে ছটফট করতে দেখে পথচলতি লোকেরা পরিবারের লোকদেরকে খবর পাঠায়। পরিবারের লোকেরা খবর শুনে তড়িঘড়ি ছুটে আসে বাইদ্যার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও পালিত বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। আজ বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস। রাজ্যে ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির হলে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গজন দিবস উদযাপন উপলক্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে দিব্যাঙ্গজনদের নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। মন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠান মঞ্চে বিশেষ জনদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত শ্রমিকদের মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। রাজ্যে বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত শ্রমিকদের মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রম মন্ত্রী ভগবান দাস এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, এই মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধি করার ফলে ২০টি বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক এবং তাদের পরিবার উপকৃত হবে। তিনি বলেন, নূন্যতম মজুরী আইনের ৫নং ধারা অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার প্রতিটি তালিকাভুক্ত পেশার প্রতি ৫ বছর অন্তর ন্যূনতম মজুরী আইনের তালিকাভুক্ত পেশার শ্রমিকদের মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধি করে। মন্ত্রী আরও জানান, শ্রমিকদের মহার্ঘ ভাতা সাধারনত শ্রম ব্যুরো, সিমলা হতে প্রেরিত ভোক্তা মূল্য সূচকের ছয় মাসের গড় বর্দতি হিসাবের উপর ভিত্তি করে বাড়ানো হয়ে থাকে।

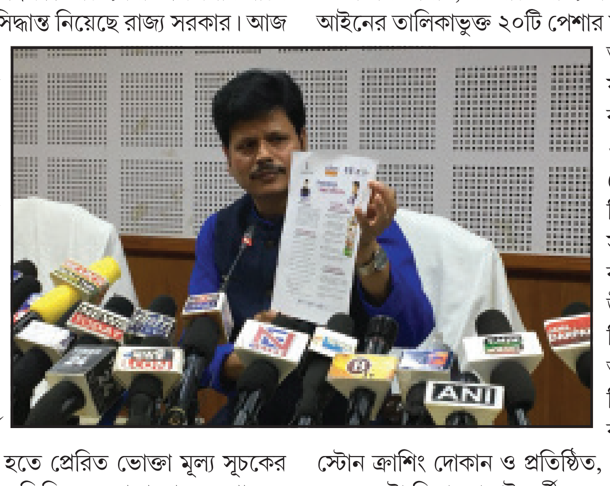

তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্য সরকার বিবেচনা পূর্বক নূন্যতম মজুরী আইনের তালিকাভুক্ত ২০টি পেশার সাথে যুক্ত শ্রমিকদের পুনরায় মহার্ঘ্য ভাতা বাড়ানোর অনুমোদন করেছে যা ১লা অক্টোবর ২০২১ থেকে কার্যকরি হবে এবং এটি জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ভোক্তা মূল্য সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রী জানান, যে ২০টি কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা উপকৃত হবেন সেগুলি হল রাস্তা নির্মাণ বা রক্ষনাবেক্ষণ বা বিল্ডিং অপারেশন, যান্ত্রিক কর্মশালা, বিড়ি শিল্প, পেট্রোল পাম্প, রাবার বাগান, রাইস মিলস, স্টোন ব্রেকিং এবং স্টোন ক্রাশিং দোকান ও প্রতিষ্ঠিত, প্রাইভেট টিচিং ইনস্টিটিউট/কোচিং স্কুল, অটো রিক্সা, সাফাই কর্মী, লেম্পস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা পরীক্ষায় রিপোর্ট দু'রকম ধুন্ধুমার কান্ড চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর।। করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট আসার পরও পজিটিভ বানিয়ে কোয়ারেইন্টান সেন্টারে পাঠাল স্বাস্থ্য দপ্তর।এক কথায় রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি কভিড সেন্টারে চলছে চরম অরাজকতা। ভোগান্তির শিকার যাত্রী ও চালকরা।ব হিঃ রাজ্য থেকে চালক ও যাত্রীরা সড়ক পথে প্রবেশের ক্ষেত্রে চুরাইবাড়ি হয়ে আসতে হয়।আর করোনা ভাইরাসের প্রকোপের পর চুরাইবাড়িতে করোনা টেস্টিং সেন্টার বসানো হয়। কিন্তু উক্ত করোনা টেস্টিং সেন্টারে কর্মরত স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ছিল।

আর্থিক লেনদেনে করোনা পজিটিভ রোগিকে নেগেটিভ বানিয়ে রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়ার। কিন্তু এবার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হল চুরাইবাড়ি করোনা টেস্টিং সেন্টারে। শুক্রবার কাকভোরে যাত্রীবাহী বাসে করে চুরাইবাড়িতে আসেন পশ্চিম বঙ্গের রাবিউল মল্লিক নামের এক ব্যাক্তি। তারপর স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ম নির্দেশিকা অনুযায়ী রাবিউল মল্লিকের এন্টিজেন টেস্ট করা হয়।টেস্টের পর মেনুয়্যালি ভাবে ঐ ব্যক্তির করোনা পজিটিভ বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে পানিসাগরের সরকারি কোয়ারেইন্টান সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ঐ ব্যক্তির মোবাইল ফোনে করোনা পরিক্ষার একটি রিপোর্ট আসে। রিপোর্টটি দেখে বহিঃ রাজ্যের ব্যাক্তি রাবিউল মল্লিকের চক্ষু চড়কগাছ। রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে এন্টিজেন রিপোর্ট নেগেটিভ।তখন ঐ ব্যক্তি কোয়ারেইন্টান সেন্টারে থাকা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের বিষয়টি জানালে শুরু হয় দৌড় ঝাঁপ।

বহিঃ রাজ্যের ব্যক্তি মুহুর্তে ঘটনাটি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেন। ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে গিয়ে তড়িঘড়ি পুনরায় ঐ ব্যক্তির নামে পজিটিভ রিপোর্ট তৈরি করে উত্তর জেলার স্বাস্থ্য দপ্তর। এমর্মে রাবিউল মল্লিক এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে জানান,তার ডাবল ভ্যাক্সিনেশন কমপ্লিট রয়েছে। তাছাড়া এন্টিজেন রিপোর্টে নেগেটিভ আসার পরও দিনভর করোনা পজিটিভ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা সমগ্র বিশ্বের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে, বনাধিকার অ্যাপের সূচনা করে বললেন কেন্দ্রীয় গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা বনাধিকার অ্যাপ চালুর মাধ্যমে ত্রিপুরা আজ সমগ্র দেশবাসী বিশেষ করে দেশের জনজাতিদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আগামীদিনে ত্রিপুরা উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র দেশেই নয় সমগ্র বিশ্বের কাছে উদাহরণ হয়ে উঠবে। আজ কেন্দ্রীয় গ্রামীণ বিকাশ এবং পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ত্রিপুরায় রেজিস্ট্রি অফিসে দলিলপত্র রেজিস্ট্রেশনের জন্য ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এনজিডিআরএস) ও ত্রিপুরা বনাধিকার অ্যাপের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে এই কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কথায়, জনজাতির বঞ্চিত হচ্ছিলেন। বনাধিকার আইনে পাট্টা প্রাপকদের প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বনাধিকার অ্যাপের সূচনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

উল্লেখ্য বর্তমানে পশ্চিম জেলার জেলা সাব রেজিস্ট্রি সদর, জিরানীয়া ও মোহনপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়, সোনামুড়া ও জম্পুইজলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে এই ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম সফটওয়ার চালু হচ্ছে। পরে পর্যায়ক্রমে রাজ্যের অন্যান্য সাব রেজিস্ট্রি অফিসেও এই সফটওয়ার চালু হবে।

এদিন কেন্দ্রীয় গ্রামীণ বিকাশ এবং পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, ত্রিপুরা আজ উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরায় জমির দলিলপত্র রেজিস্ট্রেশনের জন্য ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এনজিডিআরএস) এবং ত্রিপুরা বনাধিকার অ্যাপ চালু করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বাধীন সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, এই উদ্যোগ ত্রিপুরার সমস্ত অংশের নাগরিকদের জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে যেমন সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে, পাশাপাশি বনাধিকার আইনে জমির পাট্টাপ্রাপক জনজাতিদের জমির অধিকারও সুনিশ্চিত করবে। এরফলে আগামীদিনে পাট্টাপ্রাপক জনজাতিরা ত্রিপুরার জিডিপি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি পাট্টাপ্রাপক জনজাতিদের জীবনমান উন্নয়নে ঐ সমস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় দ্বাদশ পড়ুয়া ছাত্রের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ ডিসেম্বর।। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আত্মঘাতী হলেন দ্বাদশ পড়ুয়া ছাত্র। নিজ ঘরেই ওই ছাত্র ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে। আজ সকালে সিপাহীজলা জেলায় বিশালগড় থানাধীন নারাউড়া এলাকায় প্রদীপ সরকারের ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে তার বাবা-মা বুক চাপড়ে কাঁদছেন।

জানা গেছে, বিশালগড় জাঙ্গালিয়া স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত প্রদীপ সরকার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সম্প্রতি একটি মেয়ের সাথে তার ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী হয়। কিন্ত, বাড়ির লোকেরা তাতে তীব্র আপত্তি করেন। পড়াশুনার বদলে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া বরদাস্ত করা হবে না, এমনটা তাকে জানানো হয়েছিল। এর পরই অভিমানী ওই নাবালক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

আজ সকালে বাড়ির লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগে নিজ ঘরে গলায় গামছা বেঁধে ফাসিতে আত্মহত্যা করেছে প্রদীপ সরকার। বাড়ি ফিরে তার পরিবারের সদস্যরা ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে চিতার শুরু করেন। তাঁকে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। কিন্ত, কর্তব্যরত চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেছে এবং তারপর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।

স্কুল পড়ুয়া ছাত্রের এভাবে আত্মহত্যায় এলাকাবাসী হতবাক হয়ে পড়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে, ওই আত্মহত্যার ঘটনা অভিভাবকদের নিঃসন্দেহে দুশ্চিন্তায় ফেলবে। কারণ, এই বয়সে ছেলে-মেয়েরা আবেগের বশীভূত হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল প্রদক্ষেপ নিচ্ছে। যার মাশুলও তাঁদের গুনতে হচ্ছে। কিন্তু, অনভিপ্রেত এই সমস্যার সমাধান কেউই খুঁজে বের করতে পারছেন না। ফলে, বহু অবুঝ প্রাণ এভাবেই ঝড়ে গেছে।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৫৯ ▫ ৪ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১৭ অগ্রহায়ণ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সংসদ গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দির

ভারতীয় সংসদ হইল গণতন্ত্রের মন্দির। গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিক সংসদকে মন্দির হিসেবেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সংসদ মানে আইনসভা। সংসদে আইন তৈরি হয়। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইল সংসদ। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষের নাগরিকরা পবিত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে সাংসদদের নির্বাচিত করিয়া সংসদে পাঠান। ওইসব সাংসদ রায়ে দেশের আইন তৈরি করেন এবং দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করিবার পথ প্রশস্ত করেন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়করা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে বিচ্ছুত হইয়া যান। ইহাই স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের নাগরিকদের চরম দুর্ভাগ্য। দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে দেশের রাষ্ট্রনায়ক দেয়ার সময় উপযোগী যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক দল লাভালাভের চিন্তা করলে দেশ সঠিক পথে অগ্রসর হইবে না।

ভারত একটি বৃহৎ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা এখনও বিরাট। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) সবচেয়ে বড় অংশীদার হইল সার্ভিস সেক্টর বা পরিষেবা ক্ষেত্র (৫৩.৮৯ শতাংশ)। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হইল শিল্প (২৫.৯২ শতাংশ)। তাহার পরেই কৃষির (২০.১৯ শতাংশ) স্থান। ২০২০-২১ সালে ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব সতেরো বছরের মধ্যে সর্বাধিক হইয়াছে এবং জিডিপিতে কৃষির শেয়ার অতিক্রম করিয়াছে ২০ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে কৃষির শেয়ার ছিল ১৭.৮ শতাংশ। শুধু উৎপাদনের পরিমাণে নয়, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও কৃষির গুরুত্ব ইদানীং বাড়িয়াছে। ২০২০-২১ সালে মোট কর্মসংস্থানে কৃষি ক্ষেত্রের অংশ ছিল ৩৯.৪ শতাংশ। সংখ্যাটি তাহার আগের বছর ছিল ৩৮ শতাংশ। তাহার পূর্ববর্তী দু'বছরে, অর্থাৎ ২০১৮-১৯ ও ২০১৭-১৮ সালে ছিল যথাক্রমে ৩৬.১ শতাংশ ও ৩৫.৩ শতাংশ। সোজা কথায়বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লবের যুগেও ভারতীয় কৃষি সত্যিই এক অনন্য অন্নদাতা। কোভিডের দু'বছরে ভারতীয় অর্থনীতির মুখ, প্রাণ দুটিই একসঙ্গে রক্ষা করিয়াছে যে, তাহার নাম কৃষি।

তাই কৃষি এবং কৃষক শ্রেণির বিশেষ যত্ন প্রাপ্য। কৃষির আধুনিকীকরণ এবং সংস্কার জরুরি। ভারত সুবিশাল দেশ। বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, হাওয়া, দক্ষতা ও প্রয়োজন বিভিন্নরকম। সেইমতোই নানা ধরনের চাষ-আবাদ হয়। তাই একবগ্গা নীতি নিয়া ভারতে কৃষি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া ঠিক নয়। উপযুক্ত স্থানে বিস্তারিত আলোচনাই হইল শ্রেষ্ঠ পথ। গণতান্ত্রিক দেশে এর বিকল্প চিন্তা করাটাই ভুল। এই ভুলটাই করিয়াছে সরকার। কোভিড পরিস্থিতির মধ্যগগনে হঠাৎ কৃষি সংস্কারের ধুয়ো তোলা হয়। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে দিয়া ঘোষণা করা হয়, আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অংশ হিসেবে তিনটি কৃষি আইন আনা হইতেছে। ২০২০ সালের ৩ জুন মন্ত্রিসভা আইন তিনটিকে অধ্যাদেশ আকারে অনুমোদন দেয়। রাষ্ট্রপতি ভবনের সিলমোহর পড়ে দু'দিন বাদে। অধ্যাদেশ থেকে পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সে-বছর বর্ষা অধিবেশনেই তিনটি বিল আনা হয়। সেসব তড়িঘড়ি পাশও করাইয়া নেয় সরকার। অধ্যাদেশ জারি এবং কৃষি বিল পেশের দিন থেকেই পতিবাদের শুরু। আন্দোলনকারীদের এক ও একমাত্র দাবি ছিল, এসব পত্রপাঠ প্রত্যাহার করিতে হইবে। কোভিড পরিস্থিতির কারণে গোড়ার দিকের প্রতিবাদটা প্রতীকীই ছিল। পার্লামেন্টারি প্যানেল দিয়া বিল তিনটির সবদিক স্ক্রুটিনির দাবি করিয়াছিল বিরোধীরা। অন্যদিকে, শাসক দল ও সরকার পরিস্থিতির সুযোগ নিতে মরিয়া ছিল। ভাবিয়াছিল, আন্দোলনের জল বেশিদূর গড়াইবে না। অতএব কৃষক এবং বিরোধীদের দাবিগুলি জবরদস্তি খারিজ করিয়া দিয়া আইন তৈরি হইল। প্রথম ধাক্কাটি দিল মন্ত্রিসভার শরিক অকালি দল। তাহারা দ্রুত এনডিএ ত্যাগ করিল। অতঃপর দেখা গেল, কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ রূপ। আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল দেশব্যাপী। 'দিল্লি চলো' অভিযান। দিল্লির উপকণ্ঠে (সিংঘু, গাজিপুর) রাজপথে প্রতিবাদ কনকনে শীত, গ্রীষ্মের দহনজ্বালা, প্রবল বর্ষা একে একে কাবু হইল। যে-সরকার চীনা ফৌজের ভারতীয় ভূখণ্ড দখল ঠেকাইতে ব্যর্থ, তাহারা প্রতিবাদী কৃষকদের দিল্লিতে প্রবেশ ঠেকাইল যাবতীয় বল প্রয়োগের মাধ্যমে। কৃষকদের বুকের উপর দিয়ি ঘটানো হইল লখিমপুর খেরির মতো বীভৎস কাণ্ড। আগে-পরে নানাভাবে প্রায় সাড়ে সাতশো কৃষক 'শহিদ' হইলেন। তবু তাঁহারা গান্ধীজির পথই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। হাজার প্ররোচনাতেও হিংসার আশ্রয় নেননি। তাঁহারা জানিতেন, অহিংসা দিয়াই হিংসা ও শাসকের ছলনাকে জয় করিবেন।১৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার ভিতর দিয়া তারই সূচনা হয়। জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি জানান, সরকার আইন তিনটি প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছে। বহুদিন বাদে কথা রাখিয়াছেন নরেন্দ্র মোদি। ২৯ নভেম্বর আইন তিনটি প্রত্যাহার করিয়া নিল সরকার।। বিরোধীদের উপেক্ষার এই ট্র্যাডিশন অত্যন্ত নিন্দনীয়। আইন বাতিলই যথেষ্ট নয়, কৃষকদের বাকি দাবিগুলিও অবিলম্বে পূরণ হওয়া প্রয়োজন। সংসদই গণতন্ত্রের মন্দির। সংসদের উদ্দেশ্য ও পবিত্রতা রক্ষার মূল দায়িত্ব সরকার পক্ষের উপরেই বর্তায়। সরকার সঠিক দায়িত্ব পালন না করলে দেশের জনগণ কিন্তু সরকারকে ক্ষমা করিবে না। মনে রাখিতে হইবে দেশের জনগণ পাচ বছরের জন্য সরকারকে দায়িত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। জনগণই হইলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

কংগ্রেসে যোগ দিলেন গায়ক সিধু মুসওয়ালা, বললেন পঞ্জাবিদের জন্য আওয়াজ তুলব

চণ্ডীগড়, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসে যোগ দিলেন পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসওয়ালা। শুক্রবার সকালে চণ্ডীগড়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি এবং পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধুর উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন সিধু মুসওয়ালা। এদিন কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরই পঞ্জাবের জনপ্রিয় এই গায়ক বলেছেন, 'কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার অন্যতম কারণ হল পঞ্জাবিদের জন্য আওয়াজ তোলা।'

গায়ক হিসেবে জনপ্রিয় হলেও, বিতর্কে একাধিকবার জড়িয়েছেন পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসওয়ালা। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে একাধিক মামলা দায়ের করেছে পঞ্জাব পুলিশ। বন্দুক সংস্কৃতির প্রচার এবং অস্ত্র আইনের অধীনে একাধিক মামলায় অভিযুক্ত এই পঞ্জাবি গায়ক।

এবার দিল্লিতেও ওমিক্রনের আশঙ্কা সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ১২ জন

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : করোনা, ডেল্টা প্লাসের পর ভারতীয়দের এখন নতুন চিন্তা ওমিক্রন। দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনার এই নতুন ভ্যারিয়েন্টের উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করছিলেন ভাইরাসের বিশেষজ্ঞরা। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা যাত্রীদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বহু দেশ।

সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, কর্নাটকে ২ জনের দেহে মিলেছে ওমিক্রনের ভ্যারিয়েন্ট। এরপর শুক্রবার দিল্লিতে ১২ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

গত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ২১৬ জন। মৃত্যু হয়েছে ৩৯১ জনের। করোনার সঙ্গে এখন ওমিক্রনে সংক্রমিত হচ্ছে অনেকে। কর্নাটকে ২ জনের দেহে মিলেছিল ওমিক্রনের অস্তিত্ব। শুক্রবার এই ভ্যারিয়েন্টের অস্তিত্ব পাওয়া গেল দিল্লিতে। সেখানে প্রায় ১২ জনের দেহে মিলেছে সংক্রমণ। তাঁদের দিল্লির এলএনজেপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ১২ জনের মধ্যে ২ জন ব্রিটেন, একজন ফ্রান্স ও আরও একজন নেদারল্যান্ডের বাসিন্দা আছেন। এই ৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। মহারাষ্ট্রের বিমানবন্দরে চলছে করা নজরদারি। ৩০ নভেম্বর, মধ্যরাত থেকেই সেখানকার বিমানবন্দরে শুরু হয়েছে স্ক্রিনিং। যাঁরা বিদেশ থেকে ভারতে আসছেন, ১ ডিসেম্বর থেকে তাঁদের আরটি-পিসিআর পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে চেনানো সেই প্রাণীবিজ্ঞানী

কৌশিক রায়

বর্তমানে কোভিড ব্যাধি বা করোনা ভাইরাস আবার মানবজাতির অস্তিত্বের কপালে দুশ্চিন্তার রেখাটি আবারও চওড়া করে ভুগেছে। কোভিড কোপ থেকে জীবন বাঁচাতে যে শারীরিক সক্ষমতাটি আমাদের সবচেয়ে দরকার, সেটি হল 'ইমিউনিটি' বা 'রোগ প্রতিরোধক' ক্ষমতা। রক্তস্রোতে প্রতিরক্ষা সৈনিক শ্বেত রক্তকণিকার উপস্থিতির জন্য বহিরাগত রোগজীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার সুযোগ থাকে আমাদের। রোগব্যাধি হলে বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে সেই অনাক্রমণ ক্ষমতাকেই বাড়িয়ে দেন চিকিৎসকরা। তবে, এই রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতার স্বরূপকে যে নিরহংকারী, মিতভাষী জ্ঞানতাপস প্রাণিবিজ্ঞানীটি আমাদের সামনে উদঘাটন করে চিকিৎসারাজ্যে এ বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর নাম হয়ত আজ অনেকেরই মনে নেই। তিনি হলেন ইলিয়া ইলিচ মেচনিকোফ।

বর্তমান ইউক্রেন প্রজাতন্ত্রের (পূর্বতন রূশ জার শাসিত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত) অন্তর্গত খারকিভ ওলবাস্ত-এর একটি ছোট্ট গ্রাম কুপিয়ানস্ক রাইওন-এ ১৮৪৫ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৭৫ বছর আগে জন্ম হয় ইলিয়া বা ইলি মেচনিকোফ-এর। রুশ রাজকীয় বাহিনীর অন্যতম সেনাপ্রধান ছিলেন তাঁর বাবা। তবে বাবা এবং সোভিয়েত রাকতন্ত্রের উন্নাসিকতা, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা সাধারণ মানুষের দুঃখ-সুখের প্রতি অবহেলা, মোটেই ভালো লাগত না ইলি মেচনিকোফের। মানবসেবা এবং সহমর্মিতার আদর্শ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সহৃদয়া এবং বিদূষী মা এমিলিয়া লভোভনা আইভ্যানোভিচ মেচনিকোভ-র মধ্যে। মা ছিলেন সেই সময়কার অন্যতম বিখ্যাত লেখক লিও নাভাকোভিড-এর কন্যা। মানবসেবার জন্য বিজ্ঞানের পড়াশোনাকে যে কাজে লাগাতে হবে, সেটা মা এমিলিয়া ছেলেবেলা থেকেই ইলি মেচনিকোফের মনে ডা. লুই পাস্তুর, ডা. এডওয়ার্ড জেনার এবং ডা. আলেক্সান্ডার ফ্লেমিংয়ের মতো পরবর্তী দিকপাল চিকিৎসাব্রতীদের মতোই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। ইলি মেচনিকোফের রক্তে চিল ইহুদি আর রোমানিয়ান আভিজাতের স্পর্শ। 'মেচ' শব্দটির রুশ অর্থ হল 'তরবারি'। ইলি মেচনিকোফের দাদা লেভ ছিলেন নামকরা ভূগোলবিদ।

১১ বছর বয়সে খারকভ লাইসি বিদ্যালয়ে পড়বার সময়েই জীববিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ইলি মেচনিকোফ। জার্মানির ওয়ার্জবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা, শেষ করার পর উত্তর সাগরের দ্বীপ হেলিগোল্যান্ডে সামুদ্রিক জীবন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তিনি। জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী ফার্ডিনান্ড কোহেন-এর উৎসাহ ইলি মেচনিকোফ জার্মানির জিয়েসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃমির মতো নিম্নবর্গীয় প্রাণীদের যৌন ও অযৌন জনন সম্পর্কে বিশেষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানও শুরু করেন। ইতালির নাপোলি নগরীতে ইলি মেচনিকোফ অক্টোপাস এবং চিংড়ি কোষগত গঠন নিয়েও গবেষণা করেন।

'নব্যবঙ্গ' আন্দোলনের পথিকৃৎ হেনরি ল্যুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও, তাঁর স্বমানধন্য রাধানাথ সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রামতনু লাহিড়ীর মতো ছাত্রদের থেকে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। একই ঘটনা ঘটেছিল ইলি মেচনিকোফের ক্ষেত্রেও। নোভেরংসিয়া (বর্তমানে ওদেসা) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক রূপে তিনি মাত্র ২২ বছর বয়সে শিক্ষার্থীদের থেকে কমবয়স্ক ছিলেন। তবে জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দারের হত্যাকাণ্ডের ফলে উদ্ভুত রাজনৈতিক জটিলার জন্য এদেসা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় প্রখ্যাত সোভিয়েত মানবতাবাদী, 'ওয়র অ্যান্ড পিস', 'আন্না কারেনিনা' আর 'রেজারেকশন'-এর মতো কালজয়ী উপন্যাসগুলি লেখক কাউন্ট লিও নিকোলোয়েভিচ তলস্তয়-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন ইলি মেচনিকোফ। রোগ প্রতিরোধের নিদান খুঁজতে তিনি শুরু করেন তখন থেকেই। ল্যুই ফ্রিডরিক ভেলহেলম ক্লাউস-এর সঙ্গে সথা বললেন ইলি মেচনিকোফ। ক্ষতিকর রোগজীবাণুকে যমালয়ে পাঠানো এই ধরনের কোষের নাম তিনি দিলেন 'ফ্যাগোসাইট' (লাতিন 'ফ্যাগাস' বা 'খাদক')। অবশ্য ইলি মেচনিকোফের এই রোগজীবাণু বিধ্বংসী রক্তকণিকার তত্ত্বকে প্রথমে ততটা বিশ্বাস করতে পারেননি ল্যুই পাস্তুর এবং ডিপথেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করে চিকিৎসাবিদ্যাতে প্রথম নোবেল সম্মানপ্রাপ্ত জার্মান চিকিৎসক এমিল ফন বেহরিং। এর আগে অনেক জীবাণু বিশারদ মনে করতেন, রোগজীবাণু বা 'প্যাথোকেন'কে ভক্ষণ করে শ্বেত রক্তকণিকাগুলি মানবদেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইলি মেচনিকোফের এই অভাবনীয় আবিষ্কার, সেই ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে দিল। ইলি মেচনিকোফকে সমর্থন করে নিবন্ধ লিখলেন জার্মান বিজ্ঞানী রুডলফ ভির্শো। এই রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা আবিষ্কারের জন্য ১৯০৮ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন এলি মেচনিকোফ। পুরুষদের সংক্রামক যৌনরোগে সিফিলিসকে প্রতিরোধ করার জন্য ফ্রান্সের এমিল রুক্সকে সঙ্গে নিয়ে ক্যালোমেল অথবা মারকিউরাস ক্লোরাইড যুক্ত একটি মলমও তৈরি করেন এলি মেচনিকোফ। এলি মেচনিকোফ-এর শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাই-এর কার্যকারিতা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির যোশফ ডেনাইস, যোশেফ লেক্লে লিও মার্শ্যাঁ এবং জন মেনেসের মতো চিকিৎসকরা। তবে, পরিপূর্ণ সাফল্য তাঁদের কেউই পাননি। ইলি মেচনিকোফের অক্লান্ত গবেষণার ফলে রোগ প্রতিরোধক শক্তি বাড়ানো, সিরাম জাতীয় ওষুধ ওপসোনিন, ওলিগোপেপটাইড, ফবমাইলমিথিওনাইন, লিউসাইল, ফিনাইলানাইন-এর মতো ওষুগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়। এই সূত্রে মেচনিকোফ জানিয়েছিলেন, আমাদের বার্ধক্য আসে আমাদের অস্ত্রে থাকা 'এসকিরিকিয়া কোলাই' গোত্রের এক ধরনের ব্যাকটিরিয়ার দেহনিঃসৃত রস থেকে। ক্ষতিকারক 'গ্রাম নেগিটিভ' ব্যাকটিরিয়ার দেহাকৃতি সম্পর্কেও একটি গবেষণাপত্র লেখেন তিনি। উপকারী ল্যাকটিক অ্যাসিড নিঃসরণকারী ব্যাকটিরিয়া 'ল্যাকটোব্যাসিলাস দেলব্রুয়েকি'র শারীরবৃত্তীয় ও রোগ প্রতিরোধ কার্যকলাপও ব্যাখ্যা করেন ইলি মেচনিকোফ। তাঁর এই আবিষ্কার, পরবর্তীকালে বুলগেরিয়ার কৃষকরা আয়ুবর্ধক ইয়োগার্ট বানানোতে প্রয়োগ করেছিলেন।

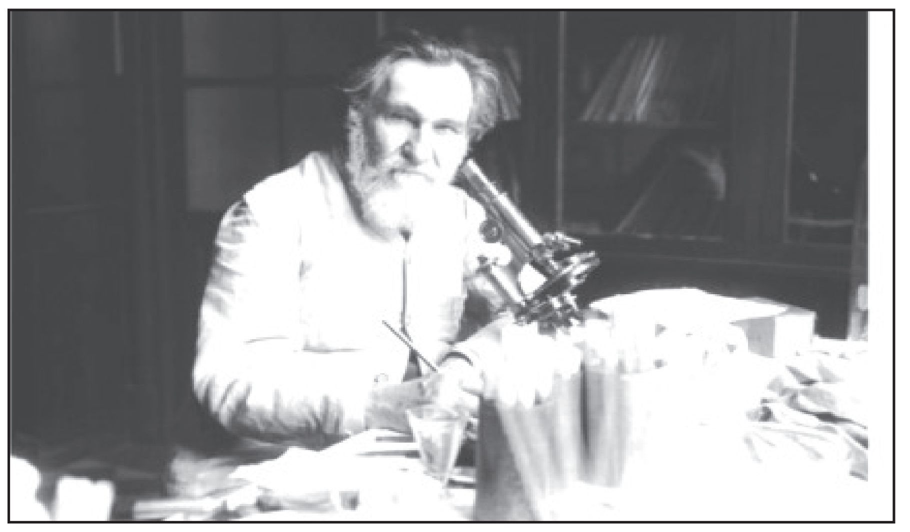

পাস্তুর-এর গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ পান তিনি। প্যারিসে পাস্তুরস্ত ইনস্টিটিউটই হয়ে ওছে ইলি মেচনিকোফের বিজ্ঞানসাধনার দেউল।

ইত্যাদির মেসিনা শহরে একবার গিয়েছিলেন ইলি। সেখানে তারামাছের মূকর্কীটি-এর জীবদ্দশা নিয়ে গবেষণা করতে করতে ফ্যাকোসাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষের পরিবর্তনের কারণ বের করলেন মেচনিকোফ। এই সূত্রেই শ্বেত রক্তকণিকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারলেন তিনি তারামাছের লার্ভার মধ্যে গাছের কাঁটা ঢুকিয়ে তিনি দেখলেন ওই কাঁটার বিষক্রিয়া থেকে উৎপন্ন ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলছে কাঁটাগুলির চারপাশে জড়ো হওয়া শ্বেত রক্তকণিকাগুলি। এই রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি নিয়ে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল

জার্মান চিকিৎসক বন্ধুদের সঙ্গে আন্তরিক ছিলেন ইলি মেচনিকোফ। ভারতে অবাক লাগে, দুটি বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত- জার্মান শত্রুতার কতটা বৈপরিত্য দেখা গিয়েছিল মেচনিকোফ-জার্মান সংখ্যার মধ্যে। জার্মানির বিখ্যাত চিকিৎসামূলক পুরস্কার কার্ল আর্নস্ট ফন বেয়ার পুরস্কার, যৌবনকালে মেচনিকোফ পান, স্বজেশীয় বিজ্ঞানী আলোক্সান্দার কোভালেবস্কির সঙ্গে যৌথভাবে। অনাক্রমণতা সম্পর্কীয় গবেষণাতে স্ত্রী ল্যুদমিলা ফিওদোরোভিচ ছিলেন ইলি মেচনিকোফের অন্যতম সহায়িকা। ১৮৭৩ সালে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরবিদায় নেন ইলি মেচনিকোফের এই সুযোগ্য সহধর্মিনী। স্ত্রী-বিয়োগে বিষাদগ্রস্ত ইলি মেচনিকোফ একবার আত্মহত্যাও করতে চেয়েছিলেন। দু'বছর পর তিনি বিবাহ করেন তাঁরই ছাত্রী ওলগা বেলোকোপাইতোভাকে। এখানেও বিধি বাম। টাইফয়েড প্রাণ সংশয় হল ওলগা-র। তখন জ্বর কমানোর ওষুধ স্পিরোচেট ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নিয়ে আবার আত্মহনন করতে গিয়েছিলেন ইলি মেচনিকোফ। ওলগা অবশ্য পরে টাইফয়েড রোগেই মারা যান। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাসও হারিয়ে ফেলেছিলেন ইলি মেচনিকোফ। শেষ পর্যন্ত পাস্তুর ল্যাবরেটারিতে কর্মরত অবস্থাতেই ৭১ বছর বয়সে প্যারিসে মহাপ্রয়াত হন মানবশরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা আবিষ্কারের মহাকাণ্ডারী ইলি মেচনিকোফ। ইউক্রেনবাসীরা, দনীপার নদীর কলতান শুনতে শুতেন, স্বদেশবাসী লেখক নিকোলাই গোগোল, ফুটবলার আন্দ্রেই শেভচেঙ্কা এবং প্রবাদপ্রতিম পোলভল্টার সেরগেই বুবকা-র পাশাপাশি অবশ্যই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবেন রোগবালাইয়ের বিরুদ্ধে মানবমনকে নির্ভয়তার বীজমন্ত্র শেখানো ইলি মেচনিকোফকে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জনসংখ্যার নয়া অনুপাত

সুতীর্থ চক্রবর্তী

গত কয়েক দিন ধরে দেশের সংবাদমাধ্যমে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় নিঃসংশয়ে জাতীয় পরিবারও স্বাস্থ্য সমীক্ষা তথা 'এনএফএইচএস'-এর পঞ্চম নমুনার সমীক্ষার রিপোর্ট। এনএফএইচএস ৫-এর দ্বিতীয় পর্বের রিপোর্টটি সদ্য প্রকাশ্যে এসেছে। ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সংগৃহীত নমুনার উপর করা এই সমীক্ষার রিপোর্টে উঠে আসা কয়েকটি তথ্য ইতিমধ্যে দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল, দেশে বর্তমানে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি। স্বাধীনতার পর দেশে কোনও সমীক্ষায় কখনও এই তথ্য ওঠে আসেনি। কোভিড পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বর্তমান বছরের জনগণনার কাজ বন্ধ রয়েছে। যদিও একমাত্র জনগণনার তথ্য পাওয়া গেলেই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব সত্যি দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষকে ছাড়িয়েছে কি না। কিন্তু আপাতত সমীক্ষায় উঠে আসা নারী-পুরুষের নয়া অনুপাতের তথ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এনএফএইচএস-৫ এর নমুনা সমীক্ষার যে তথ্যটি অবশ্য আরও বেশি আলোড়ন তৈরি করেছে, তা হল, দেশে মহিলাদের প্রজননের হার দুই শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থাৎ স্বাধীনতার সময় দেশে গড়ে একজন একজন মহিলা যেখানে ৬টি সন্তানের জন্ম দিত, এখন সেটা কমতে কমতে দুইয়ে এসে পৌঁছেছে। একটি প্রজন্মের চলে যাওয়ার পর সেই জায়গায় পরবর্তী প্রজন্মের চলে আসা তথা রিপ্লোসমেন্টের আন্তর্জাতিক হার ২.১ শতাংশ। কালের নিয়মে যেমন প্রতি বছর নতুন জন্ম হয়, তেমনই মৃত্যুও হয়। একটা প্রজন্মের জায়গায় অন্য আর-একটি প্রজন্ম চলে আসে। প্রজন্মের এই পরিবর্তনের হার যদি ২.১ শতাংশ হয়, আর মহিলাদের প্রজনন হার যদি তার চেয়ে কম হয় তাহলে বুঝতে হবে, দেশের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে কমতির দিকে

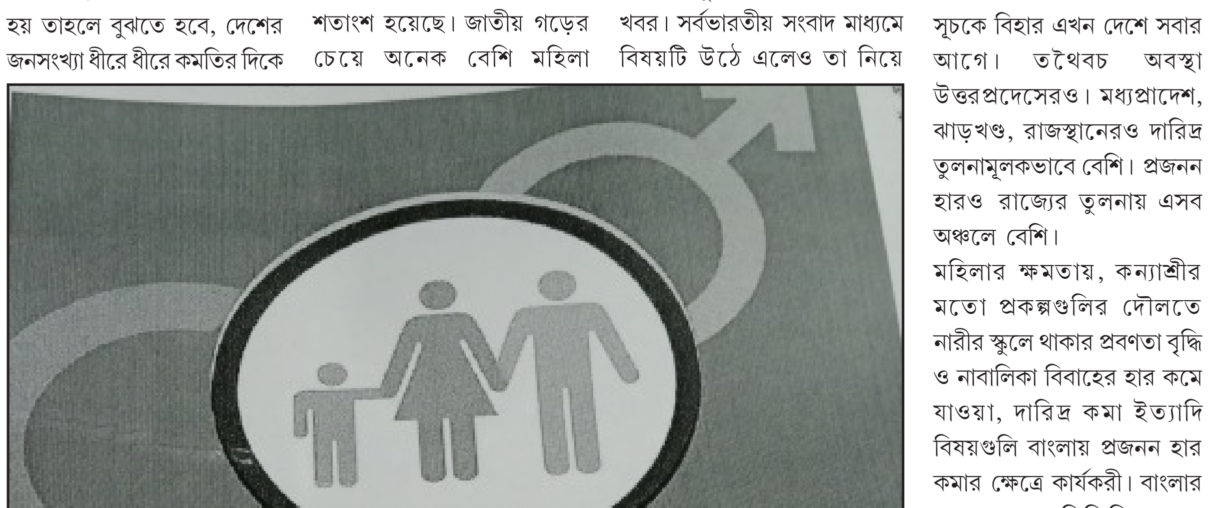

যাচ্ছে। কারণ এই পরিস্থিতিতে আগের প্রজন্মের যতসংখ্যক মানুষ চলে যাবে, তকা পূরণ হবে না নবজাতকদের দিয়ে। ভারতের সামনে এই মুহূর্ত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা। সেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ যদি হাতের মুঠোয় চলে আসে, তাহলে সেটাই যে সবচেয়ে বড় সাফল্য, তা নিয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

এনএফএইচএস-৫ এর এসব বড় খবর ঘিরে আলোড়নের মাঝে কিছুটা হারিয়ে গিয়েছে এক্ষেত্রে বাংলার সাফল্যের প্রসঙ্গটি। বাংলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য হল, রাজ্যে মহিলাদের প্রজননের এই হার আরও কমে এ রাজ্যে ১.৬ শতাংশ হয়েছে। জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি মহিলা প্রজননের হার বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি জনবহুল রাজ্যগুলিতে। বিহার এখন প্রজনন হারের নিরিখে দেশের মধ্যে একনম্বরে। সেখানে মহিলাদের গড় প্রজনন হার ৩ শতাংশ। গত সমীক্ষায় যা ছিল ৩.৪ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে প্রজনন হার ২.৪ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ২.৩ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে ২ শতাংশ, কেবল ও তামিলনাড়ুতেও ১.৮ শতাংশ। বাংলা ও পাঞ্জাবে প্রজনন হার সমান, ১.৬ শতাংশ। এর চেয়ে কম একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরে, ১.৪ শতাংশ।

আপাতভাবে এই বড় খবরের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে আরও বড় খবর। সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি উঠে এলেও তা নিয়ে বিশেষ হইচই নেই।য উচ্চ প্রজনন হারের ক্ষেত্রে যে ধর্মের ভূমিকা বড় নয়, তা এই এনএফএইচএর-৫ এর নমুনা সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট। জম্মু ও কাশ্মীর বা বাংলার চেয়ে যে বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যার হার অনেক কম, সেটা সর্বজনবিদিত। রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে প্রজনন হারে কিছুটা তফাত থাকতেই পারে, কিন্তু সর্বভারতীয় বিচারে তার কোনও গুরুত্ব নেই। উচ্চ প্রজনন হার তথ্য জন্মহারের সঙ্গে যে দারিদ্র ও অশিক্ষার প্রশ্নটিই সবচেয়ে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দারিদ্র ও অশিক্ষার সূচকে বিহার এখন দেশে সবার আগে। তথৈবচ অবস্থা উত্তরপ্রদেসেরও। মধ্যপ্রাদেশ, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থানেরও দারিদ্র তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রজনন হারও রাজ্যের তুলনায় এসব অঞ্চলে বেশি।

মহিলার ক্ষমতায়, কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্পগুলির দৌলতে নারীর স্কুলে থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি ও নাবালিকা বিবাহের হার কমে যাওয়া, দারিদ্র কমা ইত্যাদি বিষয়গুলি বাংলায় প্রজনন হার কমার ক্ষেত্রে কার্যকরী। বাংলার শহরাঞ্চলে পরিস্থিতি আরও ভাল, সেখানে প্রজনন্ন হার কমে ১.৪ শতাংশ হয়ে গিয়েছে, যা উন্নত দেশগুলির প্রজনন হারের সঙ্গে তুলনীয়। সুতরাং রাজনৈতিক স্তরে এই রাজ্যের জনসংখ্যার বিস্ফোরণ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে আশঙ্কার কথা বলা হয়, তা স্রেফ অপপ্রচার ছাড়া কিছু নয়। প্রজনন হার কম হয়ে যাওয়া মানেই রাতারাতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে, এমনটা নয়। কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিকে এটি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা, তা নিয়ে সংশয় নেই। বহু খবরের ভিড়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই চাপা পড়ে যায়। যেসব তথ্য আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হয়ে থাকা নানারকম 'মিথ' ভেঙে ফেলতে সক্ষম, সেইসব তথ্য খবরের ভিড় ঠেলে সংবাদমাধ্যমে সামনে চলে আসা জরুরি। এনএফএইচএস-৫ এর রিপোর্ট এই তথ্যগুলি সেরকমই বহু 'মিথ' ভেঙে দেওয়ার মতো খবর। চালু 'মিথ'গুলি ভেঙে দেওয়ার মতো খবর। চালু 'মিথ' গুলি ভেঙে গেলে রাজনীতিতেও নতুন আখ্যান গড়ে ওঠে। এনএফএইচএস-৫ এর বিরোর্টের তথ্য থেকে দেশের সমাজ-রাজনীতির নতুন আখ্যান গড়ে ওঠা হয়তো এখন সময়ের অপেক্ষা। জনগণনার তথ্য যদি এই নমুনা সমীক্ষার তথ্যকে সমর্থন দেয়, তাহলে ভারতের গা থেকে পিছিয়ে পড়া দেশের তকমাটি উঠতেও বিশেষ সময় লাগবে না। এনএফএইচএস-৫ এর সমীক্ষা তথ্যগুলি আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছলে, এর ফলাফলগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বদলাতে থাকা দেশের ছবি আরও সুস্পষ্টভাবে উঠে আসবে। দেশের প্রকৃত ছবিটি সম্পর্কে যত আমাদের সচেতনতা বাড়বে, তত ভুল ধারণার ভূতগুলি গাড় থেকে নামবে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আমরা বাঙালির নেতৃত্বরা। ছবি ঃ নিজস্ব

ফের পিছিয়ে গেল শুনানি, শীতলকুচি কাণ্ডে ডিসেম্বরেই কমিশন, কেন্দ্র ও রাজ্যকে তলব সার্কিট বেঞ্চের

কোচবিহার, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : শীতলকুচি গুলিকাণ্ডে শুনানির দিন পিছিয়ে গেল। পরবর্তী শুনানিতে সব পক্ষকে তলব করল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। আগামী ১৩ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১৩ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারকে তলব করা হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনায় অভিযুক্ত ৬ জন সিআইএসএফ কেন্দ্রীয় জওয়ানের আগাম জামিনের আবেদনও জমা পড়েছে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে। পরবর্তীতে যার শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী অদিতি শঙ্কর চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে, গুলিকাণ্ডের এই মামলাটি শুক্রবার সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি রবি কিষাণের এজলাসে ওঠে। পরবর্তী সার্কিট বেঞ্চে মামলাটি আবার উঠবে। এদিন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সরকারি আইনজীবী বিক্রমাদিত্য ঘোষ বলেন, “বিধানসভা নির্বাচনে শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চারজন মারা গিয়েছিল। নিহতদের পরিবারের তরফে কলকাতা হাইকোর্টের প্রিন্সিপাল বেঞ্চে একটি মামলা করা হয়েছে। তাতে মামলাকারির পক্ষে আবেদন করা হয়েছে গুলিতে যারা নিহত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।”

এদিন সার্কিট বেঞ্চের এপিপি অদিতি শঙ্কর চক্রবর্তী জানান, গুলিকাণ্ডে অভিযুক্ত ৬ জন সিআইএসএফ জওয়ান আগাম জামিন চেয়েছিলেন।অ্যাডিশনাল সলিসিটার জেনারেল ওয়াই যে দস্তুর আবেদন করেছিলেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রিন্সিপাল বেঞ্চে যাতে মামলাটি স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু হাইকোর্ট জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চেই মামলাটি বহাল রেখেছে।

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের হলফনামা তলবের মাস দেড়েকের মধ্যেই শীতলকুচি-গুলিকাণ্ডে রিপোর্ট পেশ করেছে সিআইডি। কিন্তু গুলিকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি করে আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সেই গুলিকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের কোনও প্রয়োজন নেই বলেই দাবি করেন নিহতদের পরিবার। নভেম্বরেই, প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চে রিপোর্ট জমা দেয় রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা। আদালত সূত্রে খবর, নতুন বছরে অর্থাত, ২০২২-এ ১২ জানুয়ারি, শীতলকুচি মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। গত ১২ এপ্রিল প্রথম শীতলকুচি-কাণ্ডে মামলা দায়ের করা হয়। মামলা করেন আইনজীবী আমিনুদ্দিন খান। সূত্রের খবর, সিআইডির পেশ করা রিপোর্টে লেখা হয়েছে, শীতলকুচি-কাণ্ডের তদন্ত শেষ করেছে সিআইডি। গুলিকাণ্ডের তদন্ত করতে সিআইএসএফ জওয়ানদের সামনাসামনি জেরা করার আবেদনও জানানো হয়েছে।

মমতা-আদানি বৈঠক নিয়ে প্রতিক্রিয়া সুজন চক্রবর্তীর

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : নবান্নে মমতা-আদানি বৈঠক নিয়ে শুক্রবার প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রাক্তন বাম পরিষদীয় প্রধান সুজন চক্রবর্তী। সুজনবাবু টুইটারে লিখেছেন, “মোদিজীর সুরেই সুর। তাঁর পথেই পথচলা। ‘আদানি-আম্বানিদের চাই”। এর পর ‘মমতা-আদানির গোপনীয় বৈঠক”। সঙ্গে পরিবারতান্ত্রিক ভাইপো আর ভোট-কর্পোরেট দালাল পিকে। প্রশাসনিক বৈঠকে ডিএম, এসপি দের প্রকাশ্যে ধমকান মমতা। তবে নবান্নের ষড়যন্ত্র বৈঠক গোপন কেন? ধরা পরে যাচ্ছেন - মাননীয়া।“

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার মুম্বই থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ফিরতেই নবান্নে হাজির হন শিল্পপতি গৌতম আদানি। মমতার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন ভারত তথা এশিয়ার অন্যতম ধনী এই শিল্পপতি। বাংলায় বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন মমতার কাছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা মমতা-আদানি বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

জাওয়াদ নিয়ে সতর্ক উপকূলরক্ষী বাহিনী ও বিমান, জানালেন ধনকর

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : জাওয়াদ নিয়ে সতর্ক উপকূলরক্ষী বাহিনীর সতর্কতার কথা জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্যপাল টুইটে লিখেছেন, উপকূলরক্ষী বাহিনী সমুদ্রে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য প্রাক-আবেদন এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাহিনীর জাহাজ ও বিমানকে বিশেষভাবে নাবিকদের আবহাওয়ার সতর্কবার্তা জানানোর কথা বলা হয়েছে। সমুদ্রে মাছ ধরার নৌকাগুলিকে বন্দরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নিম্নচাপের জেরে দুর্যোগ মোকাবিলায় দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে আগেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে অন্ধ্র ও ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়তে চলা ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী এলাকায়। তাই জেলায় এনডিআরএফের দু’টি ও এসডিআরএফের আরও চারটি টিম নেমেছে। এদিন কাঁথি ও দীঘায় উদ্ধারকারী টিমের সদস্যদের পাঠানো হয়। পাশাপাশি তমলুক ও হলদিয়ায় এসডিআরএফের একটি করে টিম রাখা হবে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোনও জায়গায় তাদের পাঠানো হবে।

৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সফরে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা

মনির হোসেন,ঢাকা,০৩ ডিসেম্বর।। আগামী ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সফরে আসছেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ১৫ ডিসেম্বর তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন ভারতের প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোভিন্দ। মূলত তার ঢাকা সফর নিয়ে আলোচনা করতেই শ্রিংলার এ সফর।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, এই প্রথম ভারতের কোনো প্রেসিডেন্ট আমাদের জাতীয় প্যারেডে অংশ নেবেন। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমরা প্রস্তুত। ভারত থেকে এরইমধ্যে একটি বিশেষ দল বাংলাদেশের প্রস্তুতি দেখে গেছে।

রামনাথ কোভিন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ভারতের প্রেসিডেন্টের সম্মানে একটি বিশেষ ভোজের আয়োজন করবেন। ঢাকায় ভারতের প্রেসিডেন্ট সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বিজয় দিবসের প্যারেড, সংসদের দক্ষিণ প্লাজার অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

১৫ ডিসেম্বর ঢাকা সফরে ভারতের প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোভিন্দ

মনির হোসেন,ঢাকা,০৩ ডিসেম্বর।। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতের প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোভিন্দ ১৫ ডিসেম্বর তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, এই প্রথম ভারতের কোনো প্রেসিডেন্ট আমাদের জাতীয় প্যারেডে অংশ নেবেন। তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমরা প্রস্তুত। ভারত থেকে এরইমধ্যে একটি বিশেষ দল বাংলাদেশের প্রস্তুতি দেখে গেছে।

রামনাথ কোভিন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ভারতের প্রেসিডেন্টের সম্মানে একটি বিশেষ ভোজের আয়োজন করবেন। ঢাকায় ভারতের প্রেসিডেন্ট সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বিজয় দিবসের প্যারেড, সংসদের দক্ষিণ প্লাজার অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। একই সময় ভুটানের সাবেক রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুকও ঢাকা সফর করবেন।

আতঙ্কের নাম ওমিক্রন ! ৯ দেশ থেকে নেপালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

কাঠমান্ডু, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের নতুন রূপ ”ওমিক্রন” আতঙ্কে বিদেশি পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল নেপালের দ্বার। ৯টি দেশ থেকে নেপালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। হংকং-সহ ৯টি দেশ থেকে পর্যটকরা প্রবেশ করতে পারবেন না নেপালে। করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রন নিয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতেই এই পদক্ষেপ করেছে সে দেশের সরকার।

‘ঝুঁকিপূর্ণ’ দেশ অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা, বৎসোয়ানা, হংকং-সহ ন’টি দেশ রয়েছে এই নিষেধাজ্ঞার তালিকায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে ওমিক্রন। ভারতেও প্রবেশ করেছে করোনার এই নতুন রূপ। তাই কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে ৯টি দেশ থেকে নেপালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

সিলমোহর হাইকমান্ডের, গুজরাটে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিযুক্ত জগদীশ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): গুজরাটের নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিযুক্ত হলেন জগদীশ ঠাকুর। অমিত চাভড়ার স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। শুক্রবার জগদীশ ঠাকুরকে গুজরাটের নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিযুক্ত করেছেন কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। আগামী বছরই গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পরিবর্তন করল কংগ্রেস হাইকমান্ড।

শুক্রবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ’গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসেবে জগদীশ ঠাকুরকে নিযুক্ত করেছেন কংগ্রেস সভানেত্রী। গুজরাটে কংগ্রেসকে মজবুত করার ক্ষেত্রে অমিত চাভড়ার অবদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্ষুদিরাম বসুকে শ্রদ্ধা দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : ক্ষুদিরাম বসুকে শ্রদ্ধা জানালেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

শুক্রবার টুইটারে ক্ষুদিরাম বসুর ছবি-সহ দিলীপবাবু লিখেছেন, “একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি”। ভারতের অন্যতম কনিষ্ঠ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলা মোচনে হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়েছিলেন তাঁর জন্মদিবসে জানাই সমৃদ্ধ প্রণাম।“

প্রসঙ্গত, ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকির সঙ্গে গাড়িতে ব্রিটিশ বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড আছে ভেবে তাঁকে গুপ্তহত্যা করার জন্যে বোমা ছুঁড়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড অন্য একটা গাড়িতে বসেছিলেন। ফলে মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যার মৃত্যু হয়। প্রফুল্ল চাকি গ্রেফতারের আগেই আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হন। দুজন মহিলাকে হত্যা করার জন্যে তার বিচার হয় এবং চূড়ান্তভাবে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়।

একই পরিবারের চারজনকে খুন গ্রেফতার মূল অভিযুক্তের ভাই

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : সিঙ্গুরে একই পরিবারের ৪ জনকে কুপিয়ে খুনের তদন্তে নেমে পরিবারের এক আত্মীয়কে শুক্রবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি মূল অভিযুক্ত যোগেশ ধাওয়ানির ভাই দীনেশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যোগেশের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। সাহায্য নেওয়া হয় পুলিশ কুকুরের। মূল অভিযুক্তর খোঁজে এবং ঘটনার বিশদ জানার চেষ্টায় শুক্রবার পুলিশ বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এখনও পুলিশের ধারণা, পারিবারিক বিবাদই এই খুনের মূল কারণ।

বৃহস্পতিবার সকালে সিঙ্গুরে পটেল পরিবারের চার সদস্য খুন হন। নিহতরা দীনেশ প্যাটেল, তাঁর স্ত্রী অনুসূয়া প্যাটেল, ছেলে ভাবিক ও বাবা মাভজি প্যাটেল। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই দিন সকালে যোগেশকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্যাটেলদের বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে যায় সে। এরপর বাসিন্দাদের আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন পরিবারের ৪ সদস্য। আহতদের উদ্ধার করে সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে দীনেশ ও অনুসূয়াকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। ভাবিক ও মাভজি পটেলকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে মৃত্যু হয় তাঁদের।

কেরলে সিপিআই (এম) নেতাকে কুপিয়ে খুন, আততায়ীর খোঁজে পুলিশ

তিরুবনন্তপুরম, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কেরলে সিপিআই (এম) নেতাকে কুপিয়ে, নির্মমভাবে খুন করল দুষ্কৃতীরা। কেরলের পত্তনমতিট্টা জেলার থিরুভাল্লা এলাকার ঘটনা। নিহত সিপিআই (এম) নেতার নাম-পি বি সন্দীপ কুমার। বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ থিরুভাল্লা এলাকায় পি বি সন্দীপ কুমারকে কুপিয়ে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। তাঁর শরীরে ১১ বার কোপানো হয়েছিল।

সিপিআই (এম)-এর অভিযোগ, এই খুনের ঘটনায় বিজেপি অথবা আরএসএস জড়িত। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির জেলা সভাপতি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, সিপিআই (এম) নেতা খুনের সঙ্গে বিজেপি অথবা আরএসএস-এর কোনও সম্পর্ক নেই। সিপিআই (এম) নেতা খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই খুনের ঘটনায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নিউইয়র্কে আরও ৫ জনের শরীরে মিলল ওমিক্রন, আমেরিকায় বাড়ছে চিন্তা

নিউইয়র্ক, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আমেরিকায় ধীরে ধীরে চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রন। নিউইয়র্কে আরও ৫ জনের শরীরে ওমিক্রন রূপের হদিশ মিলেছে। নিউইয়র্কে নতুন করে ৫ জন ওমিক্রন প্রজাতিতে সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় ওমিক্রন-এ এখনও পর্যন্ত মোট ৮ জন সংক্রমিত হয়েছেন। শুক্রবার নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর টুইট করে জানিয়েছেন, ’নিউইয়র্কে ওমিক্রন-এ ৫ জন আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। আতঙ্কের কিছু নেই। আমরা জানতাম এই প্রজাতি আসছে, এবং ছড়িয়ে পড়া রুখতে আমাদের কাছে সরঞ্জামও রয়েছে। টিকা নিন, মাস্ক পরুন।’

শুধুমাত্র নিউইয়র্কেই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ জন। আমেরিকায় এই সংখ্যা ৮। আমেরিকায় মিনেসোটা, কলোরাডো, ক্যালিফোর্নিয়াতে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের নতুন এই প্রজাতি। দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বপ্রথম হদিশ মিললেও, ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ওমিক্রন প্রজাতি। করোনার এই নতুন রূপকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে এখন আতঙ্ক বিরাজমান।

তিপ্রাল্যান্ডের দাবি অযৌক্তিক, বলল আমরা বাঙালী

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। তিপ্রাল্যান্ডের দাবি অযৌক্তিক, বলল আমরা বাঙালী। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় নাগবিক মাত্রই নিজের মত প্রকাশ ও বেঁচে দাওয়া আদায়ের জানা আন্দোলন সংঘটিত করতে পারে। কিন্তু গ্রেটার তিপ্রালেন্ড থাকার অধিকার নিয়ে কথা বলা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের দাবী নামক একটি অযৌক্তিক দাবীকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে দিল্লীর যন্তর মন্তরে তিপ্রা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মন এরাজ্যের উপজাতিদের সমস্ত সমস্যার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের-কে যে দায়ী করেছেন তা কোন ভাবেই মানা যায়না। তিনি বলেছেন, ত্রিপুরার প্রশাসনিক ক্ষমতা, মিডিয়ার ক্ষমতা এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষেত্রে তিপ্রাসা অর্থাৎ উপজাতিদের নাকি কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ আমরা দেখতে পাই- শিক্ষা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, এস ডি.ও. ডি.এম. বি.ডি.ও থেকে শুরু করে বর্তমানে প্রায় প্রতিটি বিভাগেই উপজাতি অফিসারগই শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে যা ত্রিপুরার ভারতভূক্তির সময় ছিলই না। কারণ তখন উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল খুবই নগণ্য। বর্তমানে শুধু শিক্ষাদীক্ষাই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ রাজনীতি সব সর্বক্ষেত্রেই যে উপজাতিদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে তা যে বাঙালীদের দ্বারা বাঙালীদের মাধ্যমেই হয়েছে সেটুকু যারা স্বীকার করতে চায় না তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই উপজাতিদের উন্নয়ণে বাঙালীদের অবদানকে অস্বীকার করতে চায়। এরা অকৃতজ্ঞ, বেইমান। উপজাতিদের মধ্যে যারা এখনো পাহাড়ে করে বাস করছেন তারা শিক্ষা সংস্কৃতি জীবন প্রণালী সমস্ত দিক থেকেই শহরের উপজাতিদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। কারণ তারা শহরের উপজাতিদের মতো বাঙালীদের সংস্পর্শ, সহযোগিতা পায়নি। এই ঘটনাই প্রমান করে যে, ত্রিপুরাতে উপজাতিদের উন্নয়ণের মূলে বাঙালীরা। আসলে উপজাতি সভ্যতা অনেক নবীন। বাঙালীদের করাই তাদের উন্নয়নের রথের চাকা এখন ঘুরতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে ত্রিপুরা বরাবর টাইবেল রাজ্য, বাঙালীরা সবাই বিদেশী কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত প্রচার। যারা মূলতঃ রাজমালার মতো বইকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার ইতিহাস ফেরী করছেন তারা হয়ত না জেনে অথবা জেনেশুনেই রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে বিকৃত ইতিহাস প্রচার করছেন। ভারত বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ড নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরী থেকে শুরু করে ত্রিপুরার প্রখ্যাত মুসাগবেষক ও ঐতিহাসিক শহর। আচার্যীর রচনা থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরা বরাবরই ছিল বাংলার অঞ্চল। মেঘনার পূর্বপাড় অর্থাৎ চাকলা-রোশনাবাদ নিয়ে ছিল আদি ত্রিপুরা, আর বাঙালীরা হচ্ছে মূল অধিবাসী।

বাঙালীদের দৈহিক-মানসিক-বৌদ্ধিক শ্রম ও অর্থেই ত্রিপুরা গড়ে উঠেছে। মঙ্গোলীয় রক্তের উপজাতিরা সবাই বহিরাগত। মাত্র সাড়ে পাঁচশ বছর আগে বাঁচার তাগিদে পাশের রাষ্ট্র থেকে তারা ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। বাঙালী সভ্যতা প্রায় ৫০০০ বছরের পুরনো। ৩১ সালের সেন্সাস থেকে জানা যায়, সাবেক সমতল ত্রিপুরাতে বাঙালীরা ছিল ৯৭ শতাংশ, আর পার্বত্য ত্রিপুরায় প্রায় ৫২ শতাংশ। সুতরাং বাঙালীদের জন্যে উপজাতিরা সংখ্যালঘু হয়েছে কথাটি অবান্তর। তাছাড়া ত্রিপুরা কেন্দ্রনির্ভর ঘাটতি ছোট রাজ্য রাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ জায়গা নিয়ে এডিসি, ৬ষ্ঠ তপশীল করে ভূমির অধিকার, ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার থেকে বাঙালীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এঅবস্থায় গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড হলে রাজ্যের বাঙালীদের বাঁচার শেষ অবলম্বনটুকুও আর থাকবেনা। সুতরাং সেটার তিপ্রাল্যান্ড করে ত্রিপুরা ভাগের মাধ্যমে বঙালীর যেমন চরম সর্বনাশ হবে পরিনামে লাভ হবেনা উপজাতিদেরও সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো সবকিছু জেনেবোঝেও শুধুমাত্র উপজাতি ভোটব্যাংক ধরে রাখার স্বার্থে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল এনিয়ে কোন প্রতিবাদ করছেনা।

এই পরিস্থিতিতে আমরা বাঙালী ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি উপজাতি উন্নয়নের বিরোধী না হলেও গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের তীব্র বিরোধী। আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি, ত্রিপুরাবাসীর বৃহত্তর স্বার্থে কোনডাবেই খাতে গ্লেটার তিপ্রাল্যান্ড করা না হয়। এই সমস্যা সমাধানে এখন শুধু দরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন।

আজকের দিনে অসম রাজ্য সরকারের কাছেও আমাদের দাবী সম্প্রতি মিথ্যা অজুহাতে গ্রেপ্তার করা কাছাড়ের প্রদীপ দত্তরায়কে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তিদিতে হবে। কারণ কাছাড়ে সরকার স্বীকৃত বাংলাভাষার অবদমনের বিরুদ্ধে কথা বলে তিনি কোন অন্যায় করেননি।

শুক্রবার থেকে টানা তিনদিন দীঘায় নিষেধাজ্ঞা শুরু

দীঘা , ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : দুর্যোগের আশঙ্কায় শুক্রবার থেকে টানা তিনদিন দীঘায় সমুদ্রস্নান ও সমুদ্রের ধারে কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকছে। পূর্ব মেদিনীপুরে জেলা, মহকুমা ও ব্লকস্তরে কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। শুক্রবার জেলা প্রশাসন সেচ, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, পূর্ত, বিদ্যুৎ বণ্টন, খাদ্য, বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রভৃতি দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করবে। সেখানে জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি ও পুলিস সুপার অমরনাথ কে সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা থাকবেন। দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রতিটি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করাই বৈঠকের মূল লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই প্রশাসন এবং ওই সব সরকারি দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের ছুটি বাতিল হয়েছে। জেলাশাসক বলেন, আমরা সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। ইতিমধ্যেই কন্টোলরুম খোলা হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর থেকে টানা তিনদিন দীঘায় সমুদ্রস্নান ও সমুদ্রের ধারেকাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকছে। চাষিদের আমন ধান দ্রুত খামারে তুলে নেওয়ার জন্য মাইকে প্রচার হচ্ছে। শুক্রবার সকাল থেকে ওল্ড দীঘা ও নিউ দীঘার বিভিন্ন ঘাটে পুলিসের পক্ষ থেকে অটোয় মাইক বেঁধে দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্কবার্তা নিয়ে মাইকে প্রচার করা হয়। সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের ২ তারিখের মধ্যেই ফিরে আসার জন্য মাইকিং চলে। পাশাপাশি উপকূলবর্তী এলাকার মানুষজনকে দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়।

উপকূল বরাবর মোট ৪৩টি মাল্টি পারপাস সাইক্লোন শেল্টারে পানীয় জল ও বিদ্যুৎসংযোগ স্বাভাবিক করে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। দুর্যোগ মারাত্মক আকার নেওয়ার আশঙ্কা থাকলে তড়িঘড়ি মানুষজনকে ওইসব আশ্রয় কেন্দ্রে সরানো হবে। দুর্যোগের পর বিদ্যুৎ বণ্টন পরিষেবায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি হয়। প্রতিটি ব্লকে বণ্টন সংস্থার রক্ষণাবেক্ষণের টিম থাকবে। কোথাও পরিষেবা বিভ্রাট হলে ওই টিম দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নামবে। জেলার কন্টোল রুমে প্রতিটি বিভাগের একজন করে অফিসার থাকবেন।

হাসপাতালের নির্মাণকাজে অনুমতি শীর্ষ আদালতের, দূষণ নিয়ে ১০ ডিসেম্বর ফের শুনানি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে হাসপাতালের নির্মাণকাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বায়ুদূষণ মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামা জমা দেয় দিল্লি সরকার, ওই হলফনামায় দিল্লির হাসপাতালগুলির নির্মাণকাজের জন্য অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সেই আবেদন মেনে নিয়েছে শীর্ষ আদালত। দিল্লিতে হাসপাতালের নির্মাণকাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বায়ুদূষণ নিয়ে ফের শুনানি হবে এক সপ্তাহ পর আগামী ১০ ডিসেম্বর। এদিন উত্তর প্রদেশ সরকারকে তিরস্কার করেছে সুপ্রিম কোর্ট। উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এদিন সর্বোচ্চ আদালতে জানানো হয়, শিল্প-কারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে রাজ্যের আখ ও দুগ্ধ শিল্প প্রভাবিত হতে পারে এবং উত্তর প্রদেশে নিম্নগামী বাতাস, বাতাস বেশিরভাগই পাকিস্তান থেকে আসছে। এই কথা শুনে প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা বলেন, ’তাহলে আপনারা পাকিস্তানে শিল্প নিষিদ্ধ করতে চান!’

বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে বিজেপির ভারতীয় জনতা দিব্যাঙ্গজন সেল আলোচনা সভার অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ডায়েটের কিছু টিপস

প্রথমে জেনে নিন আপনার বাড়তি ওজনের জন্য হাই ব্লাডসুগার থাইরয়েড বা পিট্যুইটারী গ্রন্থির সমস্যা, ইনসুলিনে মাত্রাধিক্য, হার্ট কিডনি বা লিভারের গোলযোগের ফলে শরীরে জল সমতে থাকা অথবা পলিসিষ্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম দায়ী নয়তো? এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে আপনার ডাক্তারবাবুই আপনাকে সাহায্য করবেন। যদি সব ঠিকঠাক থেকে থাকে তবে ওজন বাড়ার কাজ্ম হতে পারে অলসতা দীর্ঘ ঘুমোনোর অভ্যাস, সারাদিন শুয়ে বসে কাটানো, ব্যায়ামের অভাব ভুলভাল খাওয়াদাওয়া অতিরিক্ত ক্যালোরী, ফ্যাট এবং চিনিযুক্ত খাবার খাওয়া ইত্যাদি।

এবার দেখুন আপনার ওজন ঠিক কতটা বেশি আর ঠিক কতদিনে আপনি ফিরে পেতে চান আপনার আইডিয়াল বডি ওয়েট। ছোট্ট একটা অঙ্ক এক্ষেত্রে হয়ে উঠতে পারে আপনার প্ল্যানিং গাইড। বডিমাস ইনডেক্স দেবের ওজন । অর্থাৎ দেহের ওজনকে দেহের উচ্চতা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যদি ১৮-২৫ এর মধ্যে থাকে তবে আপনি ভাগ্যবান। আর যদি তা ২৫-এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে আর দেরি না করে আজ থেকেই প্রপার ডায়েট ও এক্সারসাইজের মতো আদি অকৃত্রিম পথে ওজন কমানোর সার্থক প্রয়াস শুরু হোক। লাগাতার ডায়েটিং এ চলে থাকলে অনেকেই বোর হয়ে মাঝপথে ছেড়ে দেন অথবা দীর্ঘদিন চালানোর মতো মানসিক জোর যাদের থাকে না তাদের জন্য একমাসে ৫-৭ কেজি ওজন কমানোর কিছু হট টিপস রইল স্লিমিং এর হট টিপস

ওজন নিন, ডায়েট শুরুর ঠিক আগে সকালেবেলা খালিপেটে। কাচা নুন সম্পূর্ণ বাদ রান্নায় মাত্র ১ চা চামচ নুন সারাদিনে ব্যবহার্য। কোনও বায়বীয় পানীয় নয় এমনকী চলবে না কোনও ডায়েট ভার্সানও। চিনি গুর, মধু ফলের রস বাদ। চলবে না শুকনো ফল প্রসেসড ও প্রিজারভেটিভস দ্যেয়া খাবার। রেস্ট্রিক্ট করুণ চাল ময়দা সুজি কর্ণফ্লাওয়ার চাউমিন, পাস্তার মতো হাইকার্বোহাইড্রেট খাবার। আলু, মিষ্টি আলু, কচু ওল বিট ইত্যাদি বাদ দিন।

কুকিস পিজা, হটডগ ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন এই এইমাসের মধ্যে এড়িয়ে চলুন বিয়ে বাড়ি বা নেমন্তন্নের প্রলোভন। সঙ্গে চাই দিনে আধঘন্টা অন্তত অ্যারোকিক এক্সারসাইজ অথবা ২০ মিনিট যোগাসন। জানেন কি দিনে মাত্র ৫০০ বার স্কিপিং করতে পারলেও এক্সারসাইজের কারণে মাসে ১-৫-২ কেজি ওজন কমাতে পারে। বয়স্ক মানুষজন, অথবা যাদের হার্টের সমস্যা আছে তারা সকালবিকাল অন্তত আধঘন্টা করে হাঁটুন। যাদের আর্থ্রাটাইটিসের সমস্যা আছে তারা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী নন ওয়েট বিয়ারিং এক্সারসাইজ ট্রাই করতে পারেন। দিনে তিনটি মিলের বদলে পাচটি ছোট মিল ওজন কমাতে হেল্পফুল। প্রতিটি মিলের আগে এক গ্লাস জল খেয়ে নিলে চোখের খিদের অনেকটাই বশে আনা যায়। রান্নায় তেল মাত্র দু চা চামচ/ দিন। ওজন নিন একমাস বাদে আবার । নিশ্চয়ই সাফল্য পাবেন। আর সেই সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য মেনটেন্যান্স ডায়েট জরুরি। একমাসের উইকলি ডায়েট প্ল্যানের একটা নমুনাঃ

সকাল ৭.৩০ঃ মেথি ভেজানোর জল ২ গ্লাস গোলমরিচ ২ চিবিয়ে খেতে হবে। সকাল ৯.০০ ব্রাউন ব্রেড টোস্ট-১। ডাবল টোনড দুধের দই ১ কাপ। স্যালাড। সকাল ১১.৩০ পেয়ারা পাকা পেপে কমলালেবু নাশপাতি, জাম জামরুল ১৫০ গ্রাম। বেলা ১.৩০ ২ গ্লাস জল পাতিলেবুর রস সহ। ১ প্লেট স্যালাড। ভুসিসহ আটার রুটি ১ টা ডাল ১ বাটি মাছ ১ পিস। বিকেল- ৫.০০ ডাবল টোনড দুধ ১ কাপ/ চা ১ কাপ। মারি বিস্কুট ২ বা শুকনো ছোলাভাজা ২ চা চামচ বা পপকর্ন ১ কাপ। সন্ধ্যা ৭.০০ ডাবল টোনড দুধের ঘোল ছানার জল ১ গ্লাস। রাত ৯.৩০ ভুসিওলা আটার রুটি ২। পাচমেশালি সবজি আপেল। ওয়েট মেইনটেন্যান্স টিপসঃ

বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে খেতেই হলে পোরশান সাইজের ওপর কড়া নজর দিন। চাইনিজ রেস্তোরায় ঢুকলে নুডলস এর বদলে রাইস মাঞ্চুরিয়ানের বদলে স্টার ফ্র্যায়েড ভেজিটেবল ট্রাই করুণ। ফ্র্যায়েড স্টার্টার অ্যাভয়েড করতে হবে থিক স্যুপের বদলে ক্লিয়ার স্যুপগ ভালো। স্ন্যাকস হিসেবে তাজা ফলের বিকল্প নেই। ইন্ডিয়ান খাবার অর্ডার করলে বাটার না ন বা পরোটার বদলে তন্দুরি চাপাটি নিন এবং গ্রেভি বাদ দিন। ব্রেকফাস্টে থাকুক হোল সিরিয়াল, ফ্যাট ফ্রি দুধ এবং ডিমের সাদা অংশ। লাঞ্চে তাকুক বিনস ডাল রাইস সবজি চাপাটি মাছ। ডিনারে বাদ দিন রাইস প্রোডাক্ট। প্রথম প্রথম ডায়েট ফলো করা অসুবিধে হলেও প্রথম তিন চার দিন অনুসরণের পর থেকেই ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে যায়। ডায়েট মেইনটেন্যান্স এর সময় সপ্তাহে একদিন রাখুন হলিডে।

যা খাবেন না গরমে

শুধু মৌসুমের জন্য নয় খাদ্যাভ্যাসর কারণেও গরম বেশি লাগতে পারে। খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে জানানো হয়, কিছু খাবার গ্রী ষ্মকালে এড়িয়ে চলা ভালো। তাহলে হয়ত অসহ্যকর গরম কিছুটা হলেও সহনীয় থাকতে পারে।

আমিষ বাদঃ মাং, ডিম, চিংড়ি, স্কুইড, কাঁকড়া ইত্যাদি শরীরে তাপ উৎপন্ন করে। তাই গরমে দিনগুলোতে এগুলো না খাওয়াই ভালো। পাশাপাশি ডায়রিয়ার বা পাকস্থলিতে অস্বস্তির কারণও হতে পারে খাবারগুলো।

মসলাদার খাবার বাদ ঃ ঝাল, মাসলাদার, চটপটে খাবার কার না ভলো লাগে। তবে তীব্র গরমে নিজের প্রয়োজনেই সংযম পালন করতে হবে। মরিচ, আদা, গোলমরিচ, জিরা, দারুচিনি ইত্যাদি বিপাকক্রিয়ার গতি বাড়ায়। ফলে স্বাভাবিকভাবে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।

ভাজাপোড়া ঃ নাস্তায় পুরি, শিঙাড়া, চিকেন ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ইত্যাদি ভাজাপোড়া খাবারের জন্য মনটা আনচান করতে থাকে। তবে এখানেই চাই সংযম। কারণ শরীরের তাপমাত্রা বাড়াতে এবং গ্যাসের সমস্যা সৃষ্টিন্তে খাবারগুলোর খ্যাতি রয়েছে। তৈলাক্তা খাবার ও জ্যাঙ্ক ফুড ঃ পকেটে পয়সা থাকেল পুরি, শিঙাড়ার আর মন ভরে না। চাই বার্গার, পিৎজা ইত্যাদি বিভিন্ন জ্যাঙ্ক ফুড। এতে হজমের সমস্যা দেখা দেয়, বাড়ায় খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঝুঁকিও। চা-কফি ঃ কাজের প্রয়োজনে কিংবা আড্ডায় বসলে চা-কফির হিসেব থাকলে না অনেকেরই। দুটোই শরীরের তাপমাত্রা বাড়ায়, তাই গরমে সুস্থ থাকতে চা-কফি যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। শুকনা ফল ঃ প্রচুর পুষ্টিগুণের পাশাপাশি প্রচুর তাপও থাকে। তাই এগুলোও যতাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। চিজ দেওয়া সস ঃ সকল প্রকার চিজ বা পনির সমৃদ্ধ সস থেকে দূরে থাকতে হবে গরমের দিনগুলোতে। অ্যালকোহল ঃ ক্যাফেইনের চাইতেও বেশি মাত্রায় শরীর শুষ্ক করে দেয়। এর চেয়ে মজাদার ঠাণ্ডা পানীয় বা শরবত পান করে উৎসব উদ্‌যাপন করুন। আম ঃ গ্রীষ্মকাল অনেকগুলো প্রিয় ফল নিয়ে আসে। যার মধ্যে সম্ভবত আম সবচাইতে কাঙ্খিত । তবে খাওয়ার সময় পরিমাণের দিকে নজর দিতে হবে। তিন বেলায় কিংবা কয়েক ঘন্টা পর পর একটি করে আম খেলে শরীরের জন্য ভালো। তবে কয়েকটি আম একবারে খেয়ে ফেললে পেট খারাপ হতে পারে। অতিরিক্ত ।অম খেলে শরীরের গরমের কারণে ব্রণ হতে পারে, বিশেষত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের। আইসক্রিম ঃ গরমে আইসক্রিম খাবেন না শুনে আক্কেল গুড়ুম। তবে জেনে রাখুন ঠাণ্ডা আইসক্রিম সাময়িক প্রশান্তি দেয় ঠিকই। তবে শড়ীরের তাপমাত্রা বাড়ায়। এছাড়াও বেশিভাগ আইসক্রিমেই থাকে প্রায় ৫০০ ক্যালরি।

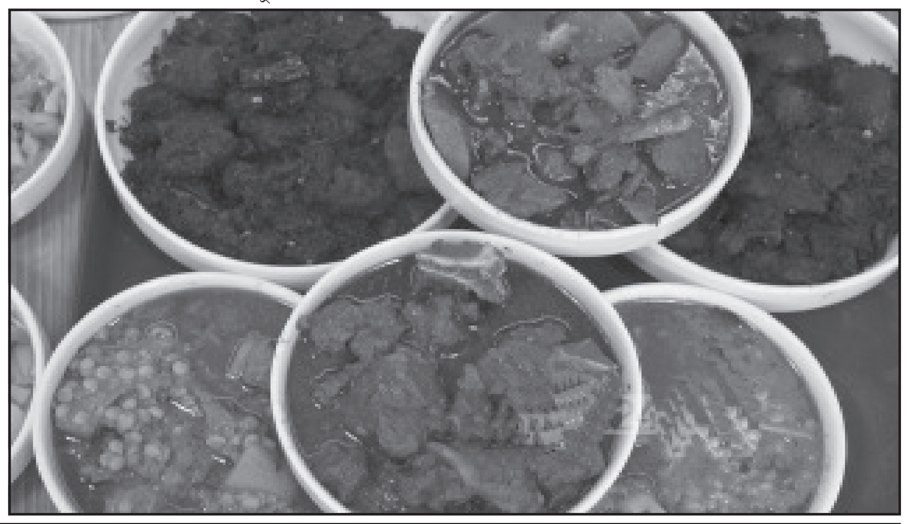

কর্মক্ষেত্রে সহজ কয়েকটি ব্যায়াম

যারা কর্মক্ষেত্রে অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাকেন তাদের জন্য রয়েছে সহজ কয়েকটি ব্যায়াম। শরীরচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইট কানাডার একটি গবেষণার বরাত দিয়ে জানায়, এক মিনিট দীর্ঘ এসব শরীরচর্চা প্রায় ৪৫ মিনিট ব্যায়ামের সমতূল্য।

ওয়ার্ম-আপ ঃ শরীরের সব পেশির ব্যায়াম একসঙ্গে করতে চাইলে ওয়ার্ম-আপের জুড়ি নেই। 'স্কোয়াট' বা উঠবস দিয়ে শুরু করতে হবে। এরপর 'পুশ-আপ প্লাঙ্ক' বা বুকডন দেওয়ার মতো করে দুই কনুইতে শরীরের ভর দিয়ে রাখা। এবার পুশ-আপ প্লাঙ্ক দেওয়া অবস্থাতেই ডান পা সামনে এনে ভাঁজ করতে হবে। ক্রমানুসারে তিনবার এই ব্যায়ামগুলো করতে হবে।

স্পট জগিং ঃ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জগিং করার পুরো শরীর ব্যয়াম। এজন্য সোজা হয়ে দাড়িয়ে দুই হাত বুকের কাছে রেখে একস্থানে দাড়িয়ে লাফাতে হবে। এক মিনিট লাফানোর পর বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে দুইবার করতে হবে।

পাওয়ার প্লাঙ্কস ঃ পুরো শরীরের জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্যায়াম এটি। প্রথমেই উঠ-বস, পরে দুতিনটি বুকডন। সবশেষে দুই হাত মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। পরে দুই পা সোজা রেখে শরীরকে হালকা উপরে ওঠাতে হবে। সবগুলো আসন ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড ধরে রাখতে হবে।

স্ট্রেচিং ঃ পেটের ভরে শুয়ে দুই হাত মাথার উপরে ছড়িয়ে দিতে হবে। এবার দুই হাত ও পা ছড়িয়ে দিয়ে শরীরকে উল্টো ধনুকের মতো করতে হবে। এই অবস্থায় ১০ সেকেন্ড থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে হবে। এভাবে কয়েকবার ব্যায়ামটি করতে হবে।

বার্পিজ ঃ এক মিনিটেই ব্যায়াম সারতে চাইতে, পাঁচটি 'বার্পি' করে ফেলতে পারেন। প্রথমেই হাঁটু ভাজ করে বসে পড়তে হবে এবং বসা অবস্থা থেকেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। তারপর একই নিয়মে ব্যায়ামটি করতে হবে। বিরতি দিয়ে ব্যায়াম ঃ ১০ মিনিট দৌড়ান, তারপর পাঁচবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা। ভোবে পাঁচবার ব্যায়ামটি করতে হবে।

সাংসারিক শান্তিতে গাছের অবদান

সাংসারিক জীবনের শান্তি অশান্তি, সুখ দুঃখের সঙ্গে গাছগাছালিরা যে কীভাবে জড়িয়ে আছে তা আমাদের অনেকেরই ধারণায় আসবে না। এমন বেশ কিছু ফলফুলের গাছ আছে যে গুলি বাড়িতে থাকলে অজ্ঞাতেই কোনও না কোনও ভাবে শান্তি বা অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে।

প্রথমে নিম গাছের কথাই বলি। বাড়িতে নিম গাছ থাকলে রোগভোগ আর অশান্তি একটা লেগেই থাকে। আর গাছ কাটলে তো কথাই নেই। রক্তের সম্পর্কে কারও না কারও মৃত্যু যেন দস্তুর। সেটা বছরখানেকও যেতে দেয় না। আমার বড়দার জমিতে একটা বড় নিম গাছ ছিল গাছটা কাটার মাস ছয়েকের মধ্যে দাদার ২৬ বছরের মেয়েটার অকালমৃত্যু হল। বেল আর নারকেল গাছকে শিবের প্রতিরূপ মনে করা হয়। এই গাছ বাড়িতে থাকলে অন্যান্য কোনও অশান্তি থাকলেও অর্থ, অন্ন ও বস্ত্র কষ্ট নেমে আসে না জীবনে। কেটে ফেললে বিপদ আছে। হয় সংসার ভাঙবে, নইলে দারিদ্র গ্রাস করবে। দারিদ্র ও সংসার ঠিক থাকলে পরিবারের কারও মৃত্যু শোকাহত করে। এগুলো ঘটতে দেখেছি বছরখানেকও সময় লাগে না। আমার বড় দিদির বাড়ি দুটো বেল গাছ ছিল বাড়ি করার সময় কাটা হল। ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ করা সংসার অশান্তি ও অভাবের মেঘে ঢেকে গেল। দিদির বাড়ির পাশের বাড়িতে বড় একটা বেল গাছ ছিল। তারা কাটল। জমির মালিক নতুন বাড়ি করে ভোগ করতে পারল না। বিক্রি করল। বউটা পাগল হল। সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এমটা দেখেছি ুপারি ও নারকেল গাছ কাটাতে হয়েছে। এমন অসংখ্য ঘটনা আমার জানা আছে। বলে শেষ করা যাবে না। এবার নিষ্ফলা গাছের কথা। অনেক সময় দেখা যায়, বাড়িতে পোঁতা কোনও আম, নারকেল, পেঁপে, তাল ইত্যাদি গাছ বড় হচ্ছে অথচ ফল হচ্ছে না। এসব গাছ পারিবারিক জীবনে যে কোনও ভাবে অশান্তি ডেকে আনে। অনেক ক্ষেত্রে কুমারী মেয়েদের বিবাহ, বিবাহিতার সন্তান, গৃহকর্তার প্রত্যাশিত উন্নতি ও অর্থগামের প্রতিবন্ধক হয়।

বহু ফল ধরে এমন সুমিষ্ট ফলের গাছ সুখসমৃদ্ধির কারণ। যেমন আম, কালো জাম, জামরুল গোলাপজাম, লিচু, পেয়ারা, ফলসা, আঁশফল, নারকেল প্রভৃতি । লতানো গাছের মধ্যে লাউ, কুমড়ো ও ঘি কাঁকরোল উল্লেখযোগ্য। বাড়িতে চাঁপা, পদ্মা, অপরাজিতা, বকুল, মল্লিকা, সজনে, সুপারি, দেবদারু, নারকেল, বেল, জাম, লেবু, কমলালেম্বু, আমলকী, কাঁঠাল, ডালিম, কলা, কেতকী, স্থলপদ্ম, জয়ন্তী টগর, শ্বেত আকন্দ, আকন্দের গাছ লাগালে দিনে দিনে বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। লক্ষ্মীর অবস্থান স্থায়ী হয়। পুরুষানুক্রমে ধন অর্থ ও সম্পদ নিয়ে মা লক্ষ্মী বসতি করে বাড়িতে। পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি হয় বাড়ির দক্ষিণ কিংবা পশ্চিম সীমানায় অথবা উত্তর পূর্ব কোণে সুপারি গাছ থাকলে বা লাগালে।

গৃহস্থের বাড়িতে শাল, সুপারি, নাগকেশর, নারকেল, বেল গাছ, অশোক ও তুলসী গাছ থাকা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। তবে নারকেল, বেল ও সুপারি গাছ কেটে ফেললে সাংসারিক ও সার্বিক ক্রমাবনতি হয়। বাড়িতে বেল বংশনুক্রমে মা লক্ষ্মী বসতির নির্দেশ করে। উত্তর পশ্চিমে বেল গাছ অত্যন্ত শুভ। বাড়ির আশপাশে নারকেল গাছ থাকা গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর ও মঙ্গলপ্রদ। সংসার ও অন্যান্য সার্বিক অবস্থার ক্রমোত্তর উন্নতি ও সাফল্য আনে গৃহকর্তার। তুলসী গাছ মঙ্গলজনক। লাগাতে হয় বাড়ির উত্তর পূর্বে।

বাড়িতে আম কাঁঠাল লেবু বেল ও কুল গাছে আত্মীয় বন্ধু পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে দৈনন্দিন সুখ ও সৌভাগ্য লাভ হয় তবে গাছ গুলি থাকতে হবে বাড়ির সীমানার ডানদিকে। যে কোনও ফলবতী গাছ পূর্বদিকে লাগানো শুভ। । পশ্চিমে আম ও কলা এবং উত্তরে কলাগাছ লাগানো অশুভ।

কালো জাম ও আনারস গাছ আত্মীয় ও বন্ধু বৃদ্ধি করে। বাড়ির পূর্ব অথবা দক্ষিণ সীমানায় থাকলে আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধব বৃদ্ধি পেতে থাকে। দিনে দিনে।

বাড়ির পূর্বদিকে চাঁপা ফুলের গাছ থাকলে সেই বাড়িতে অর্থ অন্ন ও বস্ত্রের কোনও কষ্ট থাকে না আমৃত্যু । গৃহীর সৌভাগ্য ও মানসিক আনন্দ বৃদ্ধি করে। লক্ষ্মী বাঁধা থাকে পূর্বদিকে চাঁপা ফুলের গাছে। বাড়িতে স্বয়ং নারায়ণের বসতি হয় উত্তর পূর্বে করবী ফুলের গাছ থাকলে।

সবসময় রোগভোগ ও অশান্তি লেগেই থাকে যদি বাড়িতে খেজুর, পলাশ, ডুমুর, কাঞ্চন, মনসা, সপ্তপর্ণী, বয়রা, হরীতকী, ধুতরো এবং যে কোনও ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ থাকে। শুকনো গাছ রোগ, অর্থনষ্ট ও বিঘ্নকারক।

বাড়ির আশপাশে ডুমুর, তেঁতুল বট, শিমূল ও বাঁশ গাছ থাকলে গৃহস্থের উন্নতিতে বিঘন হয়। সংসারে নানা অমঙ্গল এমনকী কারও অকালমৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। সব সময়েই পরিবারের কেউ না কেউ শারীরিক কিংবা মানসিক অসুস্থতায় ভুগতে থাকে। সমুলে গাছ গুলির বিনাশই এর প্রতিকার । গাছ গুলিতে পরিবারস্থ লোকের আত্মীয় প্রীতি ও কর্মোন্নতিতেও বাধা হয়। অগ্নিকান্ডের ভয় থকে বাড়ির পূর্বদিকে অশ্বত্থ গাছ থাকলে। পশ্চিমদিকে বট গাছ দীর্ঘস্থায়ী আইন সংক্রান্ত ঝামেলা।

ঘরেই তৈরি করুন চারটি মজাদার রেসিপি

উপকরণ ঃ চিংড়ি আধা কেজি। শুকনা মরিচ ৪ টি। কচি পেঁয়াজ ১০ টি। তেল ৪ ভাগের ১ কাপ। টমেটো সস ২ টেবিল-চামচ। অর্ধেক ক্যাপসিকাম টুকরা। সয়াসস দেড় টেবিল চামচ। আদা মিহিকুচি ১ টেবিল চামচ। রসুন কুচি ২ টেবিল-চামচ। চিনি ২ টেবিল চামচ। লবণ স্বাদমতো।

পদ্ধতি ঃ চিংড়ির মাথা বাদ দিয়ে খোসা ছাড়ান। ধুয়ে রাখুন। শুকনা মরিচ লম্বায় ৪ ফালি করুন। পেঁয়াজ নিন। পাতা অল্প লম্বা করে টুকরা করুন। কচি পেঁয়াজ লম্বায় ২ টুকরা করুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে চিংড়ি দিয়ে নাড়ুন। চিংড়ি কুঁকড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকনামরিচ, টমেটো সস, আদা কুচি, রসুন, চিনি ও লবণ দিয়ে নেড়ে এমন আন্দাজে জল দিন যেন ২ মিনিট পরে টেনে যায় আর চিংড়ি মাখা মাখা হয়। সয়াসস, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ ও পাতা দিয়ে নেড়ে ৩ থেকে ৪ মিনিট রান্না করুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

সহজ রান্না

রাত দিন একরকম স্বাদের রান্না ভালো লাগে না। তাই একটু সময় পেলেই নিজের হাতে ভিন্ন কিছু রান্না করে খান। ব্যাচেলারদের জন্য সহজ ৩ টি বন্ধন পদ্ধতি।

ডাল চিংড়ি

উপকরণ ঃ ছোট চিংড়ি মাছ ১ কাপ। মসুর ডাল আধা কাপ। হলুদ ১ টেবিল চামচ। গরম মসলা ১ চা-চামচ। পেঁয়াজ আধা কাপ। রসুন ১ টেবিল চামচ। মরিচ, তেল ও লবণ পরিমাণ মতো।

পদ্ধতি ঃ হলুদ ও লবণ দিয়ে চিংড়ি মাছ মাখিয়ে রাখুন। মুসুর ডাল ১০-১৫ মিনিট জলে ভেজান। কড়াইয়ে তেল দিয়ে লবণ, রসুন, মরিচ, পেঁয়াজ, গরম মসলা ও চিংড়িগুলো ভাজুন। লাল রঙ হয়ে আসলে জল চিপে ডাল দিন। অল্প জল ও হলুদ দিয়ে নেড়ে ১০-১৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। জল কমে গেলে ডাল কষিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

জল একটু বেশি রেখে তরল ডালের মতো করেও খেতে পারেন। সালাদ দিয়ে পরিবেশন করুন। খাবারের স্বাদ বাড়াতে সয়া সস, টমেটো সস ও ক্যাপসিকাম ব্যবহার করা যায়।

সবজি ভাত

উপকরণ ঃ বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন— বরবটি, গাজর, পেঁপে, আলু, সিম, ফুলকপি, ইত্যাদি টুকরা। ভাত ইচ্ছেমতো। ডিম ২ টি। কাঁচামরিচ ২-৪টি। পেঁয়াজ আধা কাপ। টমেমোসস ও লবণ স্বাদমতো।

পদ্ধতি ঃ সবজিগুলো কেটে মোটামুটি সিদ্ধ করুন। বেশি সিদ্ধ করবেন না। একটু সিদ্ধ হলেই নামিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে ডিম ভেঙে দিন। উপরে একটু লবণ ছিটিয়ে দেবেন। নাড়াচড়া করে ডিম কিমার মতো করে ছোট ছোট করে ফেলুন। একটা বাটিতে আলাদা রেখে দিন। কড়াইয়ে আবার তেল দিয়ে সবজিগুলো ভাজুন। জ্বাল একটু বাড়িয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন যাতে রঙ সুন্দর থাকে। ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করে ভাত ঢেলে দিন। লবণ, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ কুঁচি দিয়ে দিয়ে আরও ৫ মিনিট নাড়াচাড়া করুন। এবার ডিমভাজাগুলো দিন। খুন্তি দিয়ে একটু নেড়ে টমেটো সস মেশান। তারপর নামিয়ে আনুন। হয়ে গেল সবজি ভাত।

লাউয়ের কোফতা

উপকরণ ঃ মাঝারি আকারের রুইমাছ। লাউ ছোট ১ টি। হলুদ ১ টেবিল চামচ। পেঁয়াজ কাটা ১ কাপ। কাঁচামরিচ কাটা আধা কাপ।

পদ্ধতি ঃ রুই মাছের মাথা আঁশ ছাড়িয়ে ছোটো টুকরো করে লবণ, হলুদ ও মরিচ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। লাউয়ের খোসা ছাড়িয়ে মাঝারি টুকরা করে ভেজিটেবল কাটার দিয়ে ফালি ফালি করে কেটে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে কাটা পেঁয়াজ বাদামি বর্ণ করে ভেজে নিন। এখন ফালি করে কাটা লাউগুলো কড়াইয়ে দিয়ে খানিক সেদ্ধ করে কাঁচামরিচ এবং মসলা মাখানো মাছগুলো দিন। পুরোপুরি সেদ্ধ না হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ঢেকে রাখুন। পুরোপুরি সিদ্ধ হলে নামিয়ে ধনেপাতা ছিটিয়ে পরিবেশন করুন। এই রান্নায় রুই মাছ ছাড়াও যে কোনো মাছেণ মাথা ব্যবহার করা হয়।

আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে ওএনজিসির উদ্যোগে সাইকেল র‍্যালি সূচনা করেন বিধায়িকা মিমি মজুমদার। ছবি ঃ নিজস্ব

লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলি বিক্রির কারণ জানতে লোকসভায় সরব নুসরত জাহান

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ নিয়ে লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান।

লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে নুসরত দাবি করেন, এ বিষয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য রাখা উচিত। শুক্রবার বসিরহাটের সাংসদ লোকসভায় বলেন, “আমরা সবাই জানি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প গড়ে তোলা হয়েছিল আর্থিক উন্নতির জন্য একটি বিপ্লবের শৃঙ্খলকে পরিচালনা করার লক্ষ্যে। এই পরিকল্পনার শুরুর কয়েক বছরে প্রধান শিল্পগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পকে কাজে লাগিয়েছিল সরকার। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পকে একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করাও হয়েছিল।“

নুসরৎ বলেন, “রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে যে বেতন দেওয়া হত, তা বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য আদর্শ ছিল। কিন্তু এখন সরকার মহারত্ন, নবরত্নের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির শেয়ার বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করতে চাইছে। কোল ইন্ডিয়া, আইওসি, এইচপিসিএল, সেইল, গেইল, ভেল, এয়ার ইন্ডিয়ার মতো সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণ করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হল, লাভজনক সংস্থাগুলিকে কেন বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে? সরকার যদি বিলগ্নীকরণের পথেই হাঁটতে চায়, তাহলে অলাভজনক সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে দিতে পারে। সরকার এরকমভাবে বিলগ্নীকরণের পথে হাঁটায় কর্মীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সরকার পরিচালিত শিল্পগুলিকে নিয়ে সারা দেশ গর্বিত। সরকারের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, অন্তত পিপিপি মডেলে অলাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিকে বিক্রি করা হোক। সম্পূর্ণভাবে বিক্রি বন্ধ করা হোক। আমি আর আমার দল লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বিলগ্নীকরণের বিরোধী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, তিনি সংসদে এসে জানান, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির বিষয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?’’

বিলগ্নীকরণ নিয়ে বিরোধী দলগুলি বরাবরই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সরব। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিকে কেন বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, বারবার এই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলগুলির নেতা-নেত্রীরা। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেছেন। এবার এ বিষয়ে সংসদে সরব হলেন নুসরত।

নারী মানেই অর্ধেক আকাশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে পুরভোটে

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : নারী মানেই অর্ধেক আকাশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে রাজনীতিতেও। বাংলার ভোট রাজনীতিতে বহুদিন ধরে চলে আসা পুরুষ ‘আধিপত্যে” ভাগ বসিয়েছে মহিলারা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই মহিলাদের প্রার্থী তালিকায় গুরুত্ব দিয়েছেন। ভোট বৈতরণি পার হতে পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় মহিলাদের উপর এবার বেশি ভরসা রাখছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। কলকাতা পুরভোটের দলগুলির প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পর এই তত্ত্বই সামনে এসেছে। তথ্য বলছে, কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় মহিলার সংখ্যা ৬৪। যেখানে সংরক্ষণ বিন্যাসে এবার কলকাতায় মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সংখ্যা ৪৮। অর্থাৎ অন্তত ১৬টি সাধারণ ওয়ার্ডে বলা যায়, জায়গা ছিনিয়ে নিয়েছেন মহিলারা। তৃণমূলের বক্তব্য, ‘‘সাংবিধানিক রাজনীতিতেও মহিলাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে বরাবর তৃণমূলই গুরুত্ব দিয়েছে। তবে তার মানে এই নয় যে যোগ্য পুরুষরা বঞ্চিত হচ্ছেন।”

বামফ্রন্টের ক্ষেত্রে গতবারও মহিলাপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০-এর কাছাকাছি। এবার সেখানে ১২৮টির মধ্যে তাঁরা ৫৭ জন মহিলাকে টিকিট দিয়েছেন। এত বিপুল বদল আগে চোখে পড়েনি। কলকাতা জেলা সিপিএমের সম্পাদক কল্লোল মজুমদার স্পষ্টই বলেছেন, “পার্টির নির্দেশ ছিল ৩২ শতাংশের উপরে মহিলা রাখতেই হবে। ওয়ার্ড ধরে ধরে কাজের বিচারে ও মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের বিচারে মহিলাদের রাখতেই হয়েছে।”

শুধুমাত্র মহিলাদের নিজেদের সংরক্ষিত ক্ষেত্রে বেঁধে না রাখার বড় কারণ এটাও। প্রতিবারই সংরক্ষণ বিধির গেরোয় এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। পরের ভোটে সেই সংখ্যার একটি নির্দিষ্ট অংশ না বদলালেও বদলে যায় অনেকটা। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, প্রতি ভোটে সংরক্ষণ নীতি বা ওয়ার্ডের সংখ্যা বদলেও যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, একবার কোনও মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জিতলেও পরে সেই ওয়ার্ড সাধারণ হলেও জয়ী মহিলাকে সরানো যায় না। কাজের সাফল্য ভালই। ভোটারদের চাপ ও ওয়ার্ড জেতার বাধ্যবাধকতা থেকেই রাজনৈতিক দল এমন সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়াও মহিলারা রাজনীতিতে অংশ নেওয়ায় কাজের নিরিখে ও দায়বদ্ধতায় পুরুষদের পিছনে ফেলে দিচ্ছে।

কিছুটা পিছিয়ে কংগ্রেস, ১২৫টির মধ্যে ৩৬ জন মহিলাকে টিকিট দিয়েছে। বিজেপির মহিলা প্রার্থী গতবার ছিল ৫৩। এবার এই সংখ্যা বেড়েছে। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে রাজনীতিতে। অনেক জায়গায় বিতর্কিত মুখ এড়াতে গ্রহণযোগ্য মহিলাকে প্রার্থী করা হচ্ছে।’’ মহিলা মুখের ক্ষেত্রে যে গ্রহণযোগ্যতা বেশি সেটা নিয়ে সন্দেহ নেই নেতাদের কারও। গতবার পুরসভার দু’নম্বর ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত থাকায় তৃণমূলের জিতেছিলেন পুষ্পালী সিনহা। এবার সাধারণ হলেও সেখানে মহিলা প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল। ডা. শান্তনু সেনের স্ত্রী ডা. কাকলি সেন প্রার্থী সেখানে। ৫০ নম্বর ওয়ার্ড গতবার মহিলা সংরক্ষিত থাকলেও এবার সাধারণ। কিন্তু সেখানে গতবারের জয়ী মৌসুমি দেকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল।

একই কথা বলা যায় ৫৩ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে মহিলা সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হন বর্তমান পুর প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য ইন্দ্রাণী সাহা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিনের প্রাক্তন কাউন্সিলর রাধেশ্যাম সাহার কন্যাকেই ওয়ার্ড সাধারণ হলেও সরায়নি তৃণমূল। বরং পাশের ৫২ নম্বরে মহিলা প্রার্থী এসেছেন সংরক্ষণের কারণে। ৮৮ নম্বর গতবার মহিলা ছিল। কাউন্সিলর হন মালা রায়। এবার ওয়ার্ডটি ‘জেনারেল’’ হলেও স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান সাংসদ মালা রায়কে সরানো হয়নি। বামফ্রন্টের মধুছন্দা দেব, করুণা সেনগুপ্ত, মৌসুমি ঘোষ বা রত্না রায় মজুমদার এবং বিজেপির মীনা দেবী পুরোহিত, সুনীতা ঝাওয়ারদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর নিয়ে বাংলা প্রকাশনার উদ্বোধন মোদীকে দিয়ে কলকাতায় করাতে আগ্রহী বিজেপি

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জানুয়ারি মাসে কলকাতায় আসার আমন্ত্রণ জানানোর কথা জানাল রাজ্য বিজেপি। শুক্রবার দুপুরে বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্ব বাংলার বিজেপি সাংসদরা সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে যান। সেখানেই মোদীর কাছে জানুয়ারিতে কলকাতায় আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিজেপি সূত্রে খবর, মোদী প্রাথমিক ভাবে সম্মত হলেও কবে, কোথায় তিনি আসতে পারেন সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি।

শুক্রবার সুকান্তবাবু বলেন, ‘‘স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালিত হচ্ছে দেশে। এ নিয়ে বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা যাতে কেন্দ্র প্রকাশ করে এবং সেটা প্রধানমন্ত্রী যাতে কলকাতায় গিয়ে প্রকাশ করেন, সে ব্যাপারে কথা হয়েছে।” প্রসঙ্গত চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি নেতাজি জয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন মোদী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মমতাও। বিধানসভা নির্বাচনের আগের সেই সরকারি সমারোহে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান ওঠা নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছিল। সেই স্মৃতি মুছে যাওয়ার আগে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে মোদী ফের কলকাতায় আসবেন কি না তা নিয়ে অবশ্য ধন্দ রয়েছে বিজেপি শিবিরেই। অনেকে মনে করছেন যে, উত্তরপ্রদেশ-সহ অন্যান্য রাজ্যে বিধানসভা ভোটের মুখে জানুয়ারিতে মোদীর সফরের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। সুকান্তবাবু রাজ্য সভাপতি হওয়ার পরে এই প্রথমবার মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন। পরে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, রাজ্যে চলা ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, “প্রধানমন্ত্রী সবটাই জানেন তবু আমাদের মুখ থেকে রাজ্যে একভাবে চলা সন্ত্রাসের কথা শুনলেন। কী ভাবে বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন সেটা জানিয়েছি। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, “পশ্চিমবঙ্গ ১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে যে ভাবে রাজনৈতিক রঙকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা আমরা প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছি।”

কঙ্গনার গাড়ি আটকে ধুন্ধুমার, চাপে পড়ে কৃষকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা অভিনেত্রীর

চন্ডীগড়, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : কৃষক আন্দোলন নিয়ে মন্তব্যের জেরে বিপাকে বলিউডের অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। সরাসরি বিক্ষোভের মুখে অভিনেত্রী। শুক্রবার পঞ্জাবের কিরাতপুর সাহিবে আন্দোলনরত কৃষকরা কঙ্গনা রানাওয়াতের গাড়ি ঘিরে ফেলে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাতে থাকেন বলে খবর। যদিও অভিনেত্রীর দাবি, আন্দোলনকারী কৃষকেরা তাঁর গাড়িতে হামলা চালিয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। চন্ডীগড়-উনা হাইওয়েতে যানজটও তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।

জানা গিয়েছে, এদিন মানালি থেকে চণ্ডীগড় যাচ্ছিলেন কঙ্গনা। রোপড়ের কাছে বুঙ্গা সাহিবে আটকানো হয় অভিনেত্রীর কনভয়। আন্দোলনকারী দলে ছিলেন প্রচুর শিখ কৃষক ও মহিলা। তারা কঙ্গনার কাছে কৃষক আন্দোলন নিয়ে তাঁর ”খালিস্তানি” মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি করেন। জানা গিয়েছে, এক-দেড় ঘণ্টা এই অচলাবস্থা চলার পর শেষ অবধি নতি স্বীকার করেন অভিনেত্রী। গাড়ির বাইরে এসে নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান কঙ্গনা। কৃষকদের অভিবাদনও করেন। এরপরই বিক্ষোভ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। অবরোধ মুক্ত হতেই চণ্ডীগড়ের উদ্দেশে রওনা দেন অভিনেত্রী।

বিশ্বকে ভিন্নভাবে অক্ষমদের জন্য আরও বাসযোগ্য করে তুলতে আর্জি শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিশ্বকে ভিন্নভাবে অক্ষমদের জন্য আরও বাসযোগ্য করে তুলতে আর্জি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, ‘‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবসে, আসুন এই বিশ্বকে ভিন্নভাবে অক্ষমদের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলি। তাঁদের সুযোগ্য স্থান করে তোলা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা দরকার। এর জন্য আমাদের আন্তরিক অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

একটি সেবামূলক সংগঠনের আদিকারিক তথা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শর্মিষ্ঠা ঘোষের মতে, “প্রতি বছর ৩ ডিসেম্বরকে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৯২ সাল থেকে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে রাষ্ট্রসঘের তত্ত্বাবধানে। শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রদর্শন ও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যেই এই দিবসটির সূচনা।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বেলজিয়ামে এক সাঘাতিক খনি দুর্ঘটনায় বহু মানুষ মারা যান। আহত পাঁচ সহস্রাধিক ব্যক্তি চিরজীবনের মতো প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন। তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাদের প্রতি সহমর্মিতায় ও পরহিতপরায়ণতায় বেশকিছু সামাজিক সংস্থা চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এগিয়ে আসে। এর ঠিক পরের বছর জুরিখে বিশ্বের বহু সংগঠন সম্মিলিতভাবে আন্তর্দেশীয় স্তরে এক বিশাল সম্মেলন করেন। সেখান থেকেই প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে। বিস্তারিত সব তথ্যের হদিশ মেলে। সেখানে সর্বসম্মতভাবে প্রতিবন্ধী কল্যাণে বেশ কিছু প্রস্তাব ও কর্মসূচি গৃহীত হয়। খনি দুর্ঘটনায় আহত বিপন্ন প্রতিবন্ধীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করতে আহ্বান জানানো হয়। সেই থেকেই কালক্রমে সারা পৃথিবীর প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানোর দিন হয়ে উঠেছে। তবে আজ আর আমরা প্রতিবন্ধী কথাটি ব্যবহার করি না বলি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা বিশেষভাবে সমর্থ। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষেরা দেশ আর পৃথিবীজুড়ে রয়েছেন, যাঁদের সাফল্য অনুপ্রেরণা দেয়।

নামজাদারাই শুধু নন, হয়তো বাড়ির পাশেই রয়েছেন এমন কেউ। ইংলিশ চ্যানেল পেরোনো মাসুদুর রহমান বৈদ্যকে যেমন ভোলা যাবে না কোনও দিন। প্যারা অলিম্পিকে ভারতকে বিশেষ সম্মানিত করেছেন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষেরা। আমরা গর্বিত বৈকি। শুধু জাতীয়, আর্নজাতিক স্তরে অসংখ্য খেতাব জিতেছেন এঁরা তাই নয়, দেশের সর্বোচ্চ খেলাধুলো ও অসামরিক পুরস্কারে সম্মানিত প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদেরা।“

রবীন্দ্র সংগীত গাইলেন মদন মিত্র

কলকাতা,৩ ডিসেম্বর (হি. স.): নজরে পুরসভার ভোট। আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে পুরভোট। পুরভোট নিয়ে বর্তমানে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলো। এরই মাঝে রাজনীতির কাজের পাশাপশি শুক্রবার রবীন্দ্র সংগীত গাইলেন কামারাহাটি বিধায়ক মদন মিত্র। আজ শুক্রবার ৩ ডিসেম্বর, মদন মিত্রর জন্মদিন। নিজের জন্মদিনেই কামারহাটি বিধায়ক প্রকাশ করলেন তাঁর রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম অ্যালবাম। এদিন জোড়াসাঁকোয় কবিগুরুর মূর্তিতে মাল্যদানের পর সেখানেই অ্যালবামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মদন মিত্র। মদন মিত্রর সঙ্গে ছিলেন সহযোগী শিল্পীরাও। নিজের জন্মদিনেই গান উদযাপনে কামারহাটির বিধায়ক। মদন মিত্রর সেই অ্যালবামের কবি তর্পণে মদন মিত্রতে রয়েছে চারটি রবীন্দ্রসংগীত।

পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে হাইলাকান্দিতে অব্যাহত টিকাকরণ

হাইলাকান্দি (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার গ্রাম-শহরে কোভিডের টিকা নিতে অনীহাকারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জেলাশাসক এবং পর্যবেক্ষকদের উদ্যোগে টিকাকরণ অব্যাহত রয়েছে। আজ শুক্রবার রাজ্য সরকারের পরিবেশ ও বন দফতরের অতিরিক্ত সচিব তথা টিকাকরণ পর্যবেক্ষক দেবকুমার কলিতা লালা এবং সাহাবাদ অঞ্চলের অনীহাকারীদের বাড়িতে গিয়ে টিকা প্রদান করিয়েছেন।

পর্যবেক্ষকের সঙ্গে এদিন স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক দীপমালা গোয়ালা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা শুক্রবার শহরের ওয়ার্ড নম্বর ১, ৭, ১১ এবং ১৫-এর কিছু সংখ্যক লোকের বাড়িতে গিয়ে টিকা প্রদান কর্মসূচি তদারকি করেন। এদিকে, আজ জেলায় ৩ হাজার ৯২১ জনকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত টিকা প্রদান করার খবর পাওয়া গেছে পোর্টাল মারফত। রবিবার পর্যন্ত জেলায় ‘হর ঘর দস্তক’ কর্মসূচির অধীনে অনীহাকারীদের খুঁজে বের করে টিকাকরণ করা হবে। এজন্য জেলার ৬০২টি ভোটকেন্দ্রের সবকটিতে ১০ জন করে সরকারি কর্মকর্তাকে কাজে লাগানো হয়েছে।

বিজেপি সরকারকে উচিত শিক্ষা দেবে জনগণ : অশোক গেহলট

জয়পুর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর ছড়ালেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। বললেন, জনগণের সমস্যার দিকে মনোনিবেশ করছে না সরকার, তাই মানুষই সরকারকে উচিত শিক্ষা দেবে। আগামী ১২ ডিসেম্বর জয়পুরের আয়োজিত হতে চলেছে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের একটি জনসভা। বিদ্যাধর নগরের সেই জনসভা স্থল পরিদর্শন করতে এসে শুক্রবার অশোক গেহলট বলেছেন, ’দেশের জনগণের সমস্যার কথা শুনছে না কেন্দ্র। মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ, অথবা কৃষকদের সমস্যা, কোনও কিছুই পরোয়া করে না কেন্দ্র।’

কেন্দ্রীয় সরকারকে অহঙ্কারী আখ্যা দিয়ে গেহলট বলেছেন, ’কেন্দ্র শুধুই ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে। জনগণ তাঁদের আগামী দিনে উচিত শিক্ষা দেবে।’ দিল্লিতে সমাবেশের অনুমতি না দেওয়াকে দুর্ভাগ্যজনক বলেছেন গেহলট। প্রসঙ্গত, দিল্লিতে হওয়ার কথা থাকলেও, ১২ ডিসেম্বর জয়পুরের আয়োজিত হতে চলেছে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের জনসভা।

মুম্বই থেকে নাবালিকাকে নিয়ে পালানোর অভিযোগে গ্রেফতার দুই

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : প্রেমের সম্পর্কে নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া দুই যুবককে গিরিডি জেলার অহিলিয়াপুর থানা এলাকা থেকে মুম্বই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। উদ্ধার করা হয়েছে নাবালিকাকেও। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে গিরিডিহ মুফাসিল থানার উদানাবাদ গ্রামের বাসিন্দা লালু ভার্মা এবং বিকাশ তুরি। জানা গিয়েছে, অনলাইন ফ্রি ফায়ার গেম খেলতে গিয়ে মুম্বইয়ের এই নাবালিকার সঙ্গে অভিযুক্ত দুই যুবকের পরিচয় হয়। অভিযুক্ত দুজনকেই গ্রেফতার এবং নাবালক উদ্ধারের পর বিষয়টি গিরিডি সিডব্লিউসিকে দেওয়া হয়। এর পরে সিডব্লিউসি নিরাপত্তা আধিকারিক শ্যামা প্রসাদ উদ্ধার হওয়া মেয়েটিকে অহিয়ালপুর থানা থেকে সিডব্লিউসিতে নিয়ে যান।

নাবালিকার কাছ থেকে গোটা ঘটনার তথ্য নেওয়ার পর শুক্রবার তার বাবা-মাকে মুম্বই থেকে গিরিডিতে ডেকে তুলে দেওয়া হয়। দুই যুবকই গত ২৯ নভেম্বর নাবালিকাকে নিয়ে গিরিডির উদানাবাদে পৌঁছেছিলেন। মেয়েটির পরিবারের পক্ষ থেকে মেয়েটিকে অপহরণের কথা মুম্বই পুলিশকে জানানো হয়। এরপরই তদন্ত শুরু করে মুম্বই পুলিশ।

হাই কোর্ট থেকে উধাও গুরুত্বপূর্ণ এক জনস্বার্থ মামলার ফাইল

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : নিজস্ব প্রতিবেদন: খোঁজ নেই ফাইলের। শুনানির দিন ধার্য হয়েছে অথচ মামলার ফাইল আসেনি এজলাসে। ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা হাইকোর্টে। ২০১২ সালে কল্লোল গুহ ঠাকুরতা ফরেনসিক পরীক্ষার বিলম্ব নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। ফাইল খুঁজে না পাওয়ায় সেই মামলার শুনানি পর পর দুদিন বাতিল হয়ে যায়।

ফাইল কোথায় গেল সে বিষয়ে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হল রেজিস্ট্রার জেনারেলকে। নির্দেশ দিয়েছেন এজলাসের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব। শুক্রবার পুনরায় শুনানির দিন থাকলেও কোর্ট মাস্টার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চকে জানায় আজও ফাইল পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ বিভাগীয় তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রসঙ্গত, কোর্ট মাস্টারই শুনানির সময় ফাইল এবং সমস্ত নথি আদালতের কাছে দেয়। এদিন কোর্ট মাস্টারই জানিয়েছেন ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরেই বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

হাইলাকান্দিতে ২৬৫টি এসএইচজি-কে ঋণ প্রদান

হাইলাকান্দি (অসম), ৩ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে হাইলাকান্দি জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় আজ শুক্রবার হাইলাকান্দি রবীন্দ্র ভবনে এক ঋণমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাইলাকান্দির জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা-এর পৌরোহিত্যে আয়োজিত ঋণমেলায় জেলার ২৬৫টি আত্মসহায়ক দল (এসএইচজি)-কে চার কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় অর্থের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মসহায়ক দলকে ঋণ পরিশোধ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে অন্যদের মধ্যে হাইলাকান্দি জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জয়দীপ শুক্লা, অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের রাজ্য আধিকারিক হেমকৃষ্ণ বরা, হাইলাকান্দির বিধায়ক জাকির হুসেন লস্কর, এএসআরএলএম-এর ডিপিএম সৌমিত্র দে প্রমুখ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন।

শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বলন করে ঋণমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা, জেলা পরিষদের সিইও জয়দীপ শুক্লা, বিধায়ক জাকির হুসেন লস্কর, হেমকৃষ্ণ বরা, জেলা পরিষদ সভাপতি ফরহানা খানম চৌধুরী। সভার শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে ঋণমেলা আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন জেলা পরিষদের সিইও জয়দীপ শুক্লা। জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা তাঁর বক্তব্যে মহিলা আত্মসহায়ক গোষ্ঠীদের ঋণের অর্থ সদ্ব্যবহার করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি মহিলা আত্মসহায়ক দলগুলির জন্য ঋণ মঞ্জুর করায় বিভিন্ন ব্যাংককে ধন্যবাদ জানান। জেলাশাসক ঝা বলেন, এখন থেকে প্রতি দু-মাস পর পর এভাবে ঋণমেলার আয়োজন করা হবে। তিনি মহিলা সরলীকরণে গুরুত্ব আরোপ করে ঋনপ্রাপ্ত আত্মসহায়ক গোষ্ঠীগুলিকে ঋণের অর্থের সঠিক ব্যবহার করে অর্থ দ্বিগুণ করার আহ্বান জানান। আজকের ঋণমেলায় অন্যদের মধ্যে বিডিও সমুজ্জ্বলজ্যোতি গগৈ, রঘুরাজ বৈদ্য, ব্যাংক ম্যানেজার এস তাহির আলি, নিভাস চক্রবর্তী, সাংসদ প্রতিনিধি সরোজ সেন, সিদ্ধার্থশংকর সোম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দূষণ-সঙ্কট : গুরুগ্রাম-সহ হরিয়ানার ৪ জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকছে স্কুল

চন্ডীগড়, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বায়ুদূষণের প্রেক্ষিতে এবার হরিয়ানা সরকারও স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গুরুগ্রাম-সহ হরিয়ানার ৪ জেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকি তিনটি জেলা হল সোনিপত, ফরিদাবাদ ও ঝাজ্জর। একইসঙ্গে সমস্ত ধরনের নির্মাণ কাজের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে (দূষণমুক্ত কার্যক্রম ব্যতীত)। পাশাপাশি ডিজেল জেনারেটর সেট চালানোর উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

হরিয়ানা সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি করে জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত গুরুগ্রাম, সোনিপত, ফরিদাবাদ ও ঝাজ্জরে বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল। সমস্ত ধরনের নির্মাণ কাজের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকছে (দূষণমুক্ত কার্যক্রম ব্যতীত)। পাশাপাশি ডিজেল জেনারেটর সেট চালানোর উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি থাকছে।

দুর্বল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার কাজ চলছে : মনসুখ মান্ডব্য

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশের দুর্বল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার কাজ চলছে। শুক্রবার লোকসভায় জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে উপেক্ষা করে এমন পূর্বতন সরকারকে দোষারোপ করার পরিবর্তে, মোদী সরকার ফলাফলের জন্য কাজ করেছে। বিগত ২ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নেওয়া সিদ্ধান্ত এটাই ব্যক্ত করে যে, এই সরকার ক্ষমতা নয় ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কাজ করে।’

করোনা-অতিমারী নিয়েও এদিন লোকসভায় বক্তব্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। তিনি বলেছেন, ’ভারতে ৩.৪৬ কোটি করোনা সংক্রমণ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং ৪.৬ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন-এটি মোট সংক্রমণের ১.৩৬ শতাংশ। ভারতে প্রতি মিলিয়ন জনসংখ্যায় ২৫ হাজার সংক্রমণ এবং ৩৪০ জনের মৃত্যু রিপোর্ট করা হয়েছে - যা বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন।’

ক্ষুদিরাম বসুকে শ্রদ্ধা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ও যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতির

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি. স.) : শহিদ ক্ষুদিরাম বসুকে শ্রদ্ধা জানালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বিজেপি-র যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি নবদল বণিক।

বিপ্লববাবু লিখেছেন, “ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তরুণ বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিনে রইলো আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। নবদল বণিক লিখেছেন, “একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।।

স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি বরণ করে নেওয়া ভারত মায়ের বীর সন্তান তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এর জন্মদিনে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য ও শতকোটি প্রণাম।“

প্রসঙ্গত, ফাঁসি হওয়ার সময় ক্ষুদিরামের বয়স ছিল ১৮ বছর, ৭ মাস এবং ১১ দিন। মহাত্মা গান্ধি ক্ষুদিরামকে সর্মথন করেননি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিংসাকে নিন্দা করে দু’জন নিরপরাধ মহিলার মৃত্যুতে তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ’ভারতীয় জনগণ এই পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবেনা।“ তবে, বাল গঙ্গাধর তিলক, তার সংবাদপত্র কেশরীতে দুজন নবীন যুবককে সমর্থন করে আওয়াজ তোলেন অবিলম্বে স্বরাজ চাই। যার ফল হয় অবিলম্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার দেশদ্রোহিতার অপরাধে তিলককে গ্রেফতার করে।

উদয়পুরেও বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ ডিসেম্বর।। আজ বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস। এই উপলক্ষে উদয়পুর বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্লক স্তরে অংকন, সংগীত, নৃত্য,আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। উদয়পুর পুরপরিষদ(ইউ আর সি),টেপানিয়া ও মাতাবাড়ি ব্লক অন্তর্গত বিভিন্ন স্কুলের দিব্যাঙ্গ শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।আজকের এই কর্মসূচীতে বিভিন্ন স্কুলের দিব্যাঙ্গ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।ব্লক স্তরের পর অনুষ্ঠিত হবে মহকুমা পর্যায়,জেলা পর্যায়, রাজ্যস্তরের পর অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা। আজকে এই অনুষ্ঠান সমূহের শুভ সূচনা করেন মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তী, উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি আই এস হরি ভূষণ দাস, বি আর পি করবী মজুমদার, চন্দ্রপুর কলোনি সি আর সি সেন্টারের সি আর পি অপুরাম সরকার,বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের চন্দন সরকার, কাদের হোসেন, আবুল কালাম মৈসান, ।প্রচন্ড আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে উদয়পুর পুরপরিষদ(ইউ আর সি)টেপানিয়া ও মাতাবাড়ি ব্লক অন্তর্গত বিভিন্ন স্কুলের দিব্যাঙ্গ শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

তেলিয়ামুড়ায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে ফের একবার বিরাট সাফল্য অর্জন করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। শুক্রবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুরা। উল্লেখ্য, গভীর জঙ্গলে আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয় গাঁজা মাফিয়া কর্তৃক বিশাল এলাকা জুড়ে গজিয়ে উঠা প্রায় ১০ হাজার গাঁজা গাছ। যার বাজার মূল্য প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন কলই বস্তি এলাকার গভীর জঙ্গলে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ শুক্রবার সকাল আনুমানিক ১০ টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার কাছে একটি গোপন সূত্র মারফত খবর আসে যে তেলিয়ামুড়া থানাধীন কইল বস্তি এলাকার গভীর জঙ্গলে বিশাল এলাকাজুড়ে গাঁজা মাফিয়ারা গাঁজা''র চাষ করে চলেছে। আর সেই খবরের ভিত্তিতেই তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি নাড়ু গোপাল দেব, সাব ইন্সপেক্টর প্রীতম দত্ত, জয়ন্ত হালদার ও বিশালঠৈছুত্র' বাহিনী হানাবাড়ি ও গাঁজা বিরোধী অভিযান চালায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন কলই বস্তি এলাকার গভীর জঙ্গলে। আর তাতেই আসে বিরাট সাফল্য। দীর্ঘ ২ ঘন্টা যাবৎ পুরো জঙ্গলে দফায় দফায় পুলিশি অভিযানে উদ্ধার করা হয় প্রায় ১০ হাজার গাঁজা গাছের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা। সঙ্গে সঙ্গেই তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বাবুরা দফায় দফায় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা গাঁজা গাছ কেটে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। যার বাজার মূল্য রয়েছে প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকা। যদিও এখনো পর্যন্ত তেমন কোন কিছুই জানা যায় নি এই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা গাঁজা গাছের চাষের সঙ্গে কে কারা উতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। এই দিকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া জানান--- 'সুস্থ সমাজ গঠনে ও নেশা-বিরোধী অভিযানে আগামী দিনেও তাদের এইরকম অভিযান জারি থাকবে'। তবে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরন জমাতিয়ার গাঁজা-বিরোধী অভিযানে নেমে এই রকম ব্যাপক সাফল্যে খুশির বাতাবরণ বইছে গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহল জুড়ে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদয়পুর ও শান্তিরবাজারে দূর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/ শান্তিরবাজার, ৩ ডিসেম্বর।। আবারো যান দুর্ঘটনা। প্রায় প্রতিদিনই যান দুর্ঘটনায় সংঘটিত হচ্ছ উদয়পুর মহকুমা কোথাও না কোথাও।আজ সকালে এই ধরনের আরেক টি ঘটনা ঘটলো উদয়পুর মহকুমা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গকুলপুর ও পূর্ব ছাতারিয়া এলাকায়। রনজিৎ সরকার নামক ধ্বজনগর বুড়ির মাঠ এলাকার এক ব্যক্তি ওনার টি আর জিরো ট্রি জি ৫৪৫০ নামক বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় গকুলপুর বাজারে উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে এক ছাত্রের বাইকের সাথে ধাক্কা লাগে। নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্ররা ওনাকে পেছনে থেকে ধাওয়া করে। পরবর্তীতে একটি মারুতি গাড়ির সাথে রনজিৎ সরকারের বাইক টি সজোরে ধাক্কা খায় এবং রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে নিচে পড়ে। এতে রনজিৎ সরকারের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা দেয়। স্থানীয় জনগণ উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে উদয়পুর দমকলকর্মীরা ঘটনা স্থল পূর্ব ছাতারিয়ায় এসে রনজিৎ সরকার কে টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন রনজিৎ সরকারের আঘাত ঘোরতর, সংবাদ লেখা পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি আছেন।এই ধরনের প্রতিনিয়ত যান দুর্ঘটনা সংগঠিত হওয়ায় পথ চলতি মানুষ আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করছেন।

শুক্রবার বেলা আনুমানিক ১০ টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কালির বাজার এলাকায় পিলাক পান্থনিবাসের পাশে শান্তির বাজার বিলোনিয়া যাতায়তের রাস্তায় যান দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি। যানাযায় টি আর ০৮ এ ৮৫৯৮ নাম্বারের স্কুটিকরে কাঞ্চন নগর এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণু দত্ত বাড়ী থেকে শান্তির বাজার আসারপথে পিলাক পান্থনিবাস সংলগ্ন এলাকায় একটি টাটা মেজিক গাড়ীর সাথে সংঘর্ষঘটে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মেজিক গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েযায় বলে জানাযায়। দুর্ঘটনার খবরপেয়ে শান্তির বাজার দমকলবাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিতহয়ে আহত ব্যক্তিকেচিকিৎসারজন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালেনিয়েআসে।

রাস্তার গাড়ি বেলাইন হয়ে গেল বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ ডিসেম্বর।। শুক্রবার দুপুরে মদমত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে এক বাড়িতে ঢুকে পড়লো টিএসআর জওয়ানের গাড়ি। ঘটনা বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিস সংলগ্ন মুড়াবাড়ি এলাকায়। জানাগেছে, যাত্রাপুর থানায় কর্মরত টিএসআর বাবুল মালাকার।তার সাথে একজন চালক নিয়ে মুড়াবাড়ি এলাকার বাইপাস রোড ধরে আগরতলার দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় মুড়াবাড়ির এক বাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ঢুকিয়ে দেয়। অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে নন্তু বনিকের পরিবার। জানাগেছে গাড়িতে থাকা দুজনই আকন্ঠ মদ্যপান করে রয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ানকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ব দিব্যাঙ্গ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। শুক্রবার রাজ্য নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে ভ্যানগার্ড ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শুক্রবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। এ উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী বেসরকারীভাবে অনুষ্ঠিত হয় নানা অনুষ্ঠান। এদিন জেলার ফটিকরায়ে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরন করে স্থানীয় ভেনগার্ড ক্লাবের সদস্যরা। এলাকার প্রায় একশোজন শারিরিক প্রতিবন্ধীর হাতে এদিন শীতবস্ত্র তুলে দেয় ক্লাব কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন জিলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ফটিকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজীব দাস,ক্লাব সভাপতি প্রতাপ দেব,ক্লাব সম্পাদক সহ অন্যান্যরা।অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান জিলা সভাধিপতি।পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের প্রতি অবিভাবক সহ প্রত্যেকের যত্নবান হবার পরামর্শ দেন তিনি। ভ্যানগার্ড ক্লাবের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আগামী দিনেও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে তাদের এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। অন্যান্য ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন গুলিকে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

খানিকটা কমেছে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, ৩৯১ বেড়ে ভারতে মৃত্যু ৪.৭০-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ভারতে খানিকটা কমেছে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও ৪০০-র নীচে। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ২১৬ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৯১ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৮,৬১২ জন, ভারতে সুস্থতার হার ৯৮.৩৫ শতাংশে থমকে রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯,৯৯,৭৬-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২১৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯,২১৬ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৩০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,২৫,৭৫,০৫,৫১৪ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৯১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭০,১১৫ জন (১.৩৬ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা অনেকটাই বাড়ল, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮,৬১২ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩, ৪০,৪৫,৬৬৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৫ শতাংশ।

ফের রেকর্ড টিকাদান, ভারতে ভ্যাকসিন পেলেন ১২৫.৭৫-কোটির বেশি প্রাপক

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় রেকর্ড পরিমাণ টিকাদান হল ভারতে। ভারতে ১২৫.৭৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭৩ লক্ষ ৬৭ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,২৫,৭৫,০৫,৫১৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৭৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৩০ জনকে।

ভারতে ৬৪.৪৬-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১১,৫৭, ১৫৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৪,৪৬,৬৮, ০৮২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৫৭,১৫৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ২১৬ জন।

এবার সংসদে বিক্ষোভ বিজেপি সাংসদদের, শশী বললেন কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদকে সাসপেনশনের প্রতিবাদে গত কয়েকদিনের মতো শুক্রবারও সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন বিরোধী সাংসদরা। বিরোধীদের এই ''অনভিপ্রেত'' আচরণের প্রতিবাদে শুক্রবার সংসদে বিক্ষোভ দেখালেন রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদরা। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সংসদে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি সাংসদরা।

এদিকে, বিজেপি সাংসদদের বিক্ষোভকে নিন্দা করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তাঁর মতে, বিষয়টি কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার মতো। শশী বলেছেন, 'বিজেপি সাংসদরা উস্কানি দেওয়ার কাজ করেছেন। বিজেপির সংহতি দেখানো উচিত ছিল। অন্যায়ভাবে আমাদের সহকর্মীদের বহিষ্কার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদের শীতকালীন অবিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই নানা ইস্যুতে উত্তাল সংসদের উভয়কক্ষ। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না, শুধুই হচ্ছে হইচই।

ওমিক্রনের সংক্রমণ ঠেকাতে বিশেষ সতর্কতা রেলের, জারি হল নতুন নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : করোনাভাইরাসের নতুন রূপ ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারতীয় রেল। রেলওয়ে বোর্ড শুক্রবার ওমিক্রন সংক্রমণ রুখতে একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে। বিভিন্ন রেলওয়ে ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজারদের রেলওয়ে বোর্ডের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কে শ্রীধর এক চিঠিতে নানা নির্দেশ দিয়েছেন। রেলের বিভিন্ন ডিভিশনকে কোভিড নিয়মাবলী মেনে চলতে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সহায়তা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রেলওয়ে বোর্ডের তরফে। পাশাপাশি, চিকিৎসার জন্য পিপিই কিটস এবং ওষুধপত্রের এক মাসের মজুত (স্টক) রাখতে বলা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক নীরজ কুমার শুক্রবার জানিয়েছেন, তাঁরা রেলওয়ে বোর্ডের নতুন নির্দেশ মেনে চলবেন। এর পাশাপাশি তিনি জানান দক্ষিণ-পূর্ব রেলের যাত্রীদের সচেতন করার পাশাপাশি সংক্রমণ রুখতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক বৃহস্পতিবারই প্রথম ভারতে ওমিক্রন সংক্রমণের কথা জানিয়েছে। কর্নাটকে দু'জনের দেহে করোনার নয়া রূপের হদিশ মিলেছে বলে জানানো হয়েছে মন্ত্রকের তরফে।

যুবনেতা

● প্রথম পাতার পর

গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে দোকানের ভেতর থেকে টেনে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। সিটি কন্টোলের পুলিশ গাড়ি তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার মাথায় পনেরটি সেলাই লেগেছে বলে জানা গেছে।ঘটনার খবর পেয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার জিবি হাসপাতালে গিয়ে আহত যুবনেতা সম্পর্কে দেখে আসেন।

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আহত সমিরন পর জানায় তিনি ছয়জনকে চিনতে পেরেছেন। তাদের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কটুর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে খয়ের পুর এলাকার সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

প্লাস্টিকের

● প্রথম পাতার পর

সদস্য হরিপদ সাহার সাথে কথা বলতে গেলে, তিনি বলেন এগুলো প্লাস্টিক চাল নয় ,আবার কখনো বলছেন প্লাস্টিক চাল এর মতন। জানা যায় শেষ পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে ঐ স্কুলে টিম মিটিং করা হয় এবং মিটিংয়ে সিদ্ধা হয় এই বস্তাভর্তি চালগুলি যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের না দেওয়া হয়। এবং চাল এর বস্তা গুলু সোনামুড়া ফুড অফিসে পাঠানো হবে, পরীক্ষা করার জন্য। দেখা যাক এখন পরীক্ষা করার পর কি রেজাল্ট বেরিয়ে আসে, প্লাস্টিকের চাল নাকি অন্য কিছু এ দিকে তাকিয়ে আছেন গোটা এলাকা।

দমকল

● প্রথম পাতার পর

রাস্তায় বজ্য ফেলে চলে যাচ্ছে পুর পরিষদের কর্মীরা। স্থানীয়রা বাধা দিতে চাইলে তাদের হুমকি প্রদর্শন করা হয় বলে অভিযোগ। এই আগুন দুষ্কৃতিকারীদের লাগানো নাকি পুর পরিষদের কর্মীরাই বর্জ্য কমানোর জন্য কৌশলে আগুন লাগিয়ে চলে গেছে সে নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর স্থানীয়দের তরফ থেকে মহকুমা প্রশাসন ও পুর পরিষদকে জানানো হয়।

প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে একটি দমকলের গাড়ি এসে সামান্য জল ছিটিয়ে চলে যায়। দমকলের কর্মীদের বক্তব্য পূর্বেও একাধিকবার এ ধরনের ঘটনা হয়েছে। তাতে তারাও বিরক্ত। জনবহুল এলাকায় এ ধরনের বর্জ্য ফেলার স্থান বাছাই করাই ভুল হয়েছে বলে অনেকেরই অভিমত। তবে কৈলাশহর পুর পরিষদ এর তরফ থেকে এই বর্জ্য ফেলার স্থান পরিবর্তনের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

তৎকালীন ভাইস চেয়ারপারসন নিতিশ দে সহ কৈলাশহর মহকুমা শাসক সোনামুখী এলাকায় একটি বর্জ্য ফেলার স্থান নির্ণয় করে কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাতে রাজনৈতিক দলগুলি এই কাজে বাধা দেয়। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হলে যেকোনো সময়ে জনবিক্ষোভ ঘটতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

চেকপোস্টে

● প্রথম পাতার পর

রোগিদের সাথে তাকে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, সারাদিন অভুক্ত রয়েছেন,দেওয়া হয়নি খাদ্যসামগ্রী।যখন নেগেটিভ রিপোর্টটি কোয়ারেইন্টানের কর্তব্যরত স্বাস্থ্য কর্মীদের দেখান তখন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাকে কোয়ারেইন্টান সেন্টারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করে জানান বহিঃ রাজ্যের ঐ ব্যক্তি।

তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরায় এসেছেন কাজের জন্য,আর পেটের তাগিদে বহিঃ রাজ্যে এসে স্বাস্থ্য কর্মীদের খামখেয়ালীপনায় তাকে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এদিকে গোটা ঘটনা নিয়ে উত্তর জেলার ভারপ্রাপ্ত সি এম ও সুভাশিষ রায় এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে বলেন, ঘটনাটি তাঁর নজরে রয়েছে।চুরাইবাড়িতে এন্টিজেন রিপোর্টে পজিটিভ আসার পর অনলাইন এনন্টিতে ভুলবশত নেগেটিভ হয়ে গেছে।ঐ ব্যক্তি বর্তমানে করোনা পজেটিভ। তবে এরকম ভুল কোনভাবে কাম্য নয়।যে অস্বায়ী কর্মী এরকম ঘটনা সংঘটিত করেছে তার উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে উত্তর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর বলেও জানান সি এম ও।তবে স্বাস্থ্য কর্মীদের ভূল শুদ্ধের খেলায় রাজ্যের নাম যে কুলুষিত হল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নিয়েছে সরকার

● প্রথম পাতার পর

এবং পেক্স (কো-অপারেটিভ), পাবলিক মোটর পরিবহণ, কৃষি, গৃহকর্মী, প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড, লোডিং এবং আন লোডিং কর্মসংস্থানের যুক্ত শ্রমিক, স্বর্ণকার, ধূপকাঠি তৈরির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক এবং হোটেল ও রেস্টুরেন্টের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক। তিনি জানান, এই মহার্ঘ্য ভাতা বাড়ানোর ফলে সংঘটিত এবং অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতি হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রী জানান, রাজ্যের সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সরকারের ই-শ্রম পোর্টালে নথিভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৫ লক্ষাধিক অসংগঠিত শ্রমিকদের এই পোর্টালের আওতায় আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। তিনি জানান, এই ৫ লক্ষাধিক পোর্টালে যুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে ২ লক্ষ ৫০ হাজারের উপর শ্রমিক কৃষি শ্রমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বাকি শ্রমিকরা অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি জানান, ই-শ্রম পোর্টালে শ্রমিকদের আনার জন্য সচেতনতামূলক শিবির আয়োজন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধিত অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে জানতে গিয়ে বলেন, ই-শ্রমে নথিভুক্ত করার পর প্রাপ্ত ই-শ্রম কার্ড সারা দেশে গ্রহণ করা হবে। নথিভুক্ত করার পর এক বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা বীমা যোজনার আওতায় আনা হবে। দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিকদের মৃত্যু বা স্থায়ী অক্ষমতার শিকার হলে তাকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। আংশিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। দুর্যোগ বা মহামারী চলাকালীন সময় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার থেকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

শ্রমমন্ত্রী ই-শ্রম রেজিস্ট্রেশন বিষয় সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেন, গত ২৬ আগস্ট, ২০২১ থেকে ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধনকরণের কাজ শুরু হয়েছে। সব অসংগঠিত শ্রমিক www.eshram.gov.in এর মাধ্যমে নিজেই নাম নিবন্ধন করতে পারবেন। সারা দেশে ৪ লক্ষেরও বেশি সিএসসি এবং এসএসকে কেন্দ্রের মাধ্যমে এই সহায়তা প্রদান করা হবে। ই-শ্রমে নিবন্ধনের পর প্রাপ্ত ই-শ্রম কার্ড সারা দেশে গ্রহণ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের এই পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রম দপ্তরের কমিশনার নরেশ বাবু এবং শ্রম দপ্তরের যুগ্ম কমিশনার বৈজয়ন্ত দাস।

গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বনভূমি এলাকার পাট্টা প্রাপ্ত জমিতে উদ্যানপালনের উপর জোর দেওয়ার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেন্দ্রীয় গ্রামীণ বিকাশ এবং পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আরও বলেন, দেশের ৬.০৮ লক্ষ গ্রামে জমির ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। ভারতে প্রায় ৯৫ শতাংশ জমি ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে।

রাজ্য সচিবালয়ে ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরার জন্য আজ এক গর্বের দিন। কারণ, এরাজ্যে প্রায় ৩২ শতাংশ জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে বনাধিকার আইনে জমির পাট্টা প্রাপকগণ জমি চিহ্নিতকরণ সহ জমি সংক্রান্ত নানা সমস্যার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধির সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছিলেন। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় এবং প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগের ফলে আজ রাজ্যের বনাধিকার আইনে পাট্টা প্রাপকদের প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, এই পদক্ষেপ জনজাতিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। বনাধিকার আইনে জমির পাট্টা প্রাপকদের জমির অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরাই দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য যেখানে এই ধরণের অ্যাপের সূচনা হয়েছে। জিপিএস নির্ভর এই নতুন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে খুব কম সময়ে জমির সমীক্ষা ও সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

এদিন রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরায় ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালুর মাধ্যমে ল্যান্ড রেকর্ড এবং জমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। তাঁর মতে, নাগরিক কেন্দ্রিক এই সিস্টেম শহর এবং প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে। আজ অনুষ্ঠানে বিকাশ চন্দ্র পাল এবং সন্দীপ দেববর্মার হাতে ডিজিটাইজড জমির দলিলপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

দিঘি বাজার সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাস্থলে। সেখান থেকে আহত ৯ বছরের শিশুকে পরিবারের লোকজনরা উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে।মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার হাপানিয়া হসপিটালে রেফার করে দেয়। দুঃখজনক বিষয় হল রাস্তায় ৯ বছরের শিশু ছটফট করতে দেখে বাড়িতে খবর পাঠানো হলেও শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি স্থানীয় বাসিন্দারা। মানবিকতাবোধ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে।পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে আসার পরই তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। তবে বাইক চালককে আটক করেছেন স্থানীয় জনগণ। এখন দেখার বিষয় বাইক আরোহীর বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রশাসন।সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা এলাকার লোকজন। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের নকুল বাড়ি এলাকায় বাইক ও লরির মধ্যে সংঘর্ষে দু'জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে একটি বাইক ও একটি বার চাকার লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দু''জন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় একটি বাইক মনু থেকে আমবাসার উদ্দেশ্যে আসছিল।অপরদিক আমবাসা থেকে মনুর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল একটি ১২ চাকার লরি। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের নকুল বাড়ি এলাকায় আসতেই মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে বাইক ও লরির মধ্যে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসেন ধলাই জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে তারা ধলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে তাদের মধ্যে দূঃশাসন রিয়াংনামে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানায় চিকিৎসক।

দিবস

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে ছিলেন উপস্থিত মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত,সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাংখল,পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব,মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেবর্বমা সহ অন্যান্য সম্মানীয়রা।অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া দিব্যাঙ্গজনদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন দিব্যাঙ্গনরা আমাদের সমাজের বোঝা নয়। তারা আমাদের সমাজেরই অঙ্গ। তাদের প্রতি অনুকম্পা বা করুণা নয় তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করার সুযোগ দিতে হবে।বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। এসব সমস্যার সমাধানে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দপ্তরের মন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন।

গ্রহণ বাড়ছে

● প্রথম পাতার পর

অনেকে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছেন। কিন্তু, যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। ফলে, এখনই গাজা বিরোধী অভিযানের মতোই ড্রাগসের নেশার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

বিরাটের এলবিডব্লু আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে হতবাক কোচ দ্রাবিড়, সোশ্যাল সাইটে বিতর্ক তুঙ্গে

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : শুক্রবার ওয়াংখেড়েতে টেস্টের প্রথম দিন থেকেই বিতর্ক তুঙ্গেউ ফিল্ড আম্পায়ার থেকে থার্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত দেখে হতবাক কোচ দ্রাবিড় থেকে বিরাট কোহলি। সোশ্যাল সাইট জুড়ে আম্পায়ারিং নিয়ে নিন্দার ঝড়।

টি-২০ বিশ্বকাপের পর বেশ কয়েকদিন ক্রিকেটের বাইশগজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। ছুটি কাটিয়ে ওয়াংখেড়েতেই ভারতীয় দলে ফিরেছেন তিনি। রাহুল দ্রাবিড়ের তত্ত্বাবধানে প্রথমবার মাঠে নেমেছেন ভারত অধিনায়ক। সকলের চোখ রয়েছে বিরাট-দ্রাবিড় জুটির দিকেই।

এদিন ওয়াংখেড়েতে বিরাটের সাফল্য আকাশছোঁয়া। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই ম্যাচেও বিরাটের লক্ষ্য ছিল বড় রানের। আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তে রানের খাতাই খুলতে পারেননি তিনি। ০ রানে সাজঘরে ফিরতে হয় বিরাট কোহলিকে। আর সেই আউটের সিদ্ধান্তকে ঘিরেই সোশ্যাল সাইট থেকে প্রাক্তনদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। ডাগআউটে বসে থাকা রাহুল দ্রাবিড়ও হতবাক। আজাজ পটেলের বলে এলবিডব্লুর আপিলে সারা দিয়ে ফিল্ডি আম্পায়ার অনিল চৌধুরী আউটের সিদ্ধান্ত দেন। আর সেখানেই বিরাটের আপত্তি। তিনি জানান, প্যাডে লাগার আগেই বল ব্যাটে লেগে গিয়েছিল। বিরাটও সঙ্গে সঙ্গে ডিআরএস নেন। সেখানে বারবার সেই ভিডিও দেখেন থার্ড আম্পায়ার বীরেন্দর শর্মা। যেখানে বেশীরভাগ সময়ই দেখা যায় বল সত্যিই আগে ব্যাটে লাগছে তারপর প্যাডে। তবে স্নিকোতে খানিকটা কনফিউশন হচ্ছিল। দীর্ঘক্ষণ দেখার পরই থার্ড আম্পায়ারও আউটের সিদ্ধান্তই দেন। আর তাতেই ক্ষুব্ধ বিরাট কোহলি। ড্রেসিংরুমে ফিরে যাওয়ার পর রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে নিজেও সেই ভিডিও বারবার দেখেন।

দুবছর পর টেস্ট সেঞ্চুরি, চাপের মুখে অসাধারণ ময়াঙ্ক আগরওয়াল

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : দুবছর পর টেস্ট ক্রিকেটে শতরান পেলেন ময়াঙ্ক আগরওয়াল। দলের প্রয়োজনে চাপের মুখে অসাধারণ ইনিংস উপহার দিলেন ভারতীয় ওপেনার। কেরিয়ারের চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি ময়াঙ্কের স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের ইনিংসের ৫৮.১ ওভারে ড্যারেল মিচেলের বল দুরন্ত কভার ড্রাইভ মেরে সেঞ্চুরি পান বছর তিরিশের কর্ণাটকের ক্রিকেটার।

শুক্রবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ভারত-নিউজিল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় তথা অন্তিম ম্যাচ। বিরাট কোহলি টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এদিন। ময়াঙ্ক ও শুভমান গিল ভারতের হয়ে ইনিংস ওপেন করেন। ব্যক্তিগত ৪৪ রান করে আউট হয়ে যান গিল। ৮০ রানে ভারত প্রথম উইকেট হারায়।

এরপর তিনে নামা চেতেশ্বর পূজারা (০) ও বিরাট কোহলি (০) কোনও রান যোগ না করেই আউট হয়ে যান। ৮০ রানে তিন উইকেট হারিয়ে ভারত রীতিমতো ধুঁকতে থাকে। এরপর পাঁচে আসা শ্রেয়স আইয়ারও ১৮ রান করে আউট হয়ে যান। ময়াঙ্কের হাত শক্ত করতে আসেন ঋদ্ধিমান সাহা। ময়াঙ্কের সেঞ্চুরিতে ভারত ২০০ রানের গণ্ডি টপকায়।

এদিনের আগে ময়াঙ্ক ২০১৯ এর নভেম্বরে শেষবার সেঞ্চুরির স্বাদ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ইন্দোরে করা সেঞ্চুরিকে তিনি দ্বিশতরানে বদলে ছিলেন। তারপর থেকে ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফর্ম্যাটে ময়াঙ্ক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। বিগত ৭টি টেস্টে মাত্র একবার ফিফটি-প্লাস ইনিংস আসে তাঁর। কানপুর টেস্টে ময়াঙ্কের দুই ইনিংস মিলিয়ে আসে ৩০ রান (১৩ ও ১৭)। অবশেষে শাপমুক্তি হল ময়াঙ্কের।

৮০০ গোলের পর রোনালদোর নজর নতুন রেকর্ডের দিকে

৩৬ বছর বয়সে এসেও ছুটে চলেছেন দুর্বার গতিতে। ভাঙছেন একের পর এক রেকর্ড। ৮০০ গোলের অসামান্য কীর্তি গড়ার পর ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর লক্ষ্য আরও উঁচুতে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফরোয়ার্ড বললেন, ভক্তদের সমর্থন নিয়ে গড়তে চান আরও নতুন রেকর্ড।

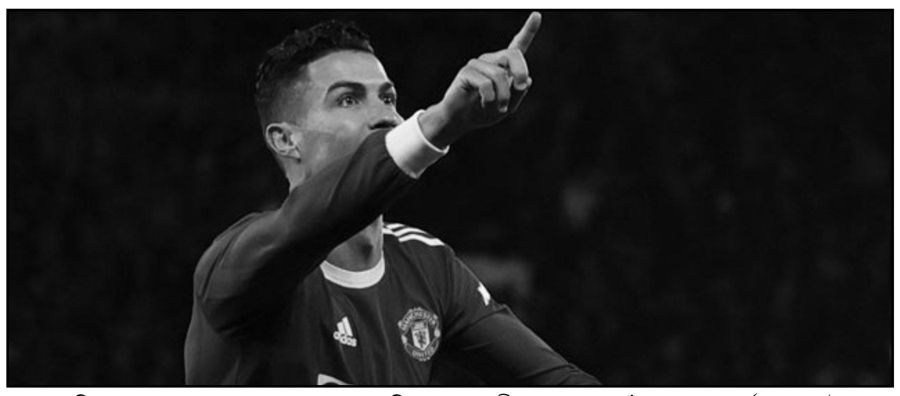

অফিসিয়ালি ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে ৮০০ গোল করা প্রথম ফুটবলার তিনিই। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বৃহস্পতিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের বিপক্ষে দলের ৩-২ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করার পথে এই কীর্তি গড়েন পর্তুগিজ মহাতারকা।

ফুটবলের ইতিহাসে ক্যারিয়ার গোলের হিসেবে সব সেরাদের বেশ আগেই পেছনে ফেলেছেন রোনালদো। ফুটবল কিংবদন্তি পেলের ৭৬৭ গোল পর্তুগাল অধিনায়ক ছাপিয়ে যান গত মার্চে। এরপর পেছনে ফেলেন ব্রাজিলের আরেক বিশ্বকাপ জয়ী তারকা রোমারিওর ৭৭২ গোল।

চারটি ক্লাব স্পোর্তিং লিসবন, ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও ইউভেন্তুসের হয়ে রোনালদো করেন ৬৮৬ গোল। জাতীয় দল পর্তুগালের জার্সিতে তার গোল ১১৫টি। ক্যারিয়ার গোল সংখ্যাটা ৮০১, এক হাজার ৯৭ ম্যাচে।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করে ৮০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রোনালদো। পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার লিখেছেন, ভক্তদের সমর্থনে উজ্জীবিত হয়ে তিনি ভেঙে দিতে চান আরও রেকর্ড। '৮০০টিরও বেশি অফিসিয়াল গোল করা প্রথম ফুটবলার হতে পেরে খুব খুশি। কী বিস্ময়কর এবং অবিস্মরণীয় একটি পথচলা হয়ে উঠেছে এটি ।" 'আমার পাশে থাকার জন্য সব সমর্থককে ধন্যবাদ। ৮০১ এবং এখনও চলছে! এই সংখ্যাটি আরও এগিয়ে চলুক এবং সম্ভাব্য প্রতিটি রেকর্ড ভাঙতে থাকুক! চলুন একসঙ্গে এগিয়ে যাই!'

টেবিল টেনিসে নজির গড়লেন মনিকা-সাথিয়ান জুটি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : অন্যান্য অনেক খেলার মত টেবিল টেনিসেও বিশ্ব সংস্থা রাঙ্কিং প্রকাশ করে নিয়মিত।

নুতন তালিকায় নজির গড়লেন ভারতের মিক্সড ডবলস জুটি মনিকা বাত্রা এবং জি সাথিয়ান। উঠে এলেন ১৫ নম্বর স্থানে। যা ভারতীয় টেবিল টেনিসে নয়া নজির। এমন রাঙ্কিং কোনও ভারতীয় টেবিল টেনিস তারকারা কখনও এর আগে পান নি।

এমন রাঙ্কিং তাঁরা পেয়ে গেলেন, এই সপ্তাহেই এই জুটি হিউস্টনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে ছিলেন বলে। ৪৮ ঘণ্টা আগে বুধবার আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনের তরফে যে নয়া রাঙ্কিং প্রকাশ করা হয়েছে তাতেই দেখা যায় —

এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন সাথিয়ান-মনিকা জুটি। একই সঙ্গে উল্লেখ করার মতো তথ্য হল, চলতি সপ্তাহেই এই জুটি হিউস্টনে হয়ে যাওয়া বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন। আর সেই সাফল্য তাঁদের এনে দিয়েছে অতি মূল্যবান ৩৫০ টি পয়েন্ট। যা তাঁদের এই নয়া নজির গড়তে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

প্রথম ভারতীয় জুটি হিসেবে মিক্সড ডাবলসের ক্ষেত্রে তাঁরাই প্রথম ১৫ নম্বর রাঙ্কিংয়ে পৌঁছে এক নয়া নজির গড়ে ফেলেছেন। এর আগে কোন ভারতীয় জুটি মিক্সড ডাবলসে এমন কৃতিত্ব বিশ্ব মঞ্চে অর্জন করতে পারেনি।

দ্বিতীয় টেস্টে বাদ রহাণে-সহ ভারতের তিন ক্রিকেটার, সকলেরই চোট

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): চোটের কারণে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ থেকে বাদ পড়লেন ভারতের তিন ক্রিকেটার। শুক্রবার ম্যাচ শুরুর আগে বিসিসিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, চোট পাওয়ায় মুম্বইয়ে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন না অজিঙ্ক রহাণে। চোট পেয়েছেন ইশান্ত শর্মা ও অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজাও। তাঁরাও খেলবেন না ওয়াংখেড়েতে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কানপুর টেস্টের শেষ দিন ফিল্ডিং করার সময় বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে সামান্য চোট পান রহাণে। এখনও তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। বোর্ডের মেডিক্যাল টিম তাঁকে নজরে রেখেছেন। কানপুর টেস্টেই শেষ দিন বল করার সময় ডান হাতে ইশান্ত চোট পান বলে জানিয়েছে বোর্ড। তাই দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে ডান হাতে চোট পেয়েছেন জাডেজাও। স্ক্যান করে দেখা গিয়েছে তাঁর হাত ফুলে রয়েছে। তাই তাঁকেও প্রথম একাদশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁদেরও পর্যবেক্ষণে রেখেছে বোর্ডের মেডিক্যাল টিম।

Notice

On behalf of governor of Tripura, the undersigned invites sealed quotation from the resourceful 01 (one) no. vehicle Maruti EECO / Maruti Van (latest manufactured) white colour for use of officials in 0/o the DM 86 Collector, Khowai for monitoring and supervision of different development works, throughout the district for 24(twenty four) hours. The tletails term 86 conditions are available in the 0/o the DM 85 Collector, Khowai Tripura also website of Khowai.nic.in. The quotation should be reach to the undersigned on or before 07/12/2021 at 12.00PM during the official hours positively 86 the tender will open on 10/12/2021 at 12.00PM in the office Chamber of Sr. Deputy Magistrate, 0/o the D.M. & Collector, Khowai District Tripura.

Sr. Deputy Mgistrate,
DDO, Head of Office
DM's office, Khowai.

ICA-C-2778/2021-22

প্লাস্টিক ক্যারিবাগ করব না ব্যবহার। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়বো এবার।

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি কুমারী কাঞ্চনা মালাকার (১৩), পিতা শ্রী শিবেন্দ্র মালাকার, সাং সুনাইমুরি, থানা-কুমারঘাট, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত ১৪.১০.২০২১ইং তারিখে মেয়েটিকে শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মান (২২) নামক একটি ছেলে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং অজ্ঞাত স্থান আটক করে রাখে। তাহার বর্ণনা ঃ- বয়স ১৩ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে শাড়ি। কুমারঘাট থানার কেস নাম্বার ৭১ /২০২১ ভারতীয় দণ্ড বিধি আইনের ৩৬৬ (এ) ধারা, তারিখ ২৭.১০.২০২১।

উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১। এস পি ঊনকোটি কৈলাসহর ফোন নং-০৩৮২৪-২২২৩৯২
২। এস ডি পি ও কুমারঘাট ফোন নং- ০৩৮২৪-২৬১২৮৮
৩। ওসি কুমারঘাট থানার ফোন নং-০৩৮২৪-২৬১২০৪

ICA-D-1369/2021-22

প্লাস্টিক ক্যারিবাগ করব না ব্যবহার। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়বো এবার।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জয়, ৮০০ গোলের মালিক রোনাল্ডো

ম্যানচেস্টার, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ক্লাব এবং দেশের হয়ে মোট ৮০০ গোল পূর্ণ করলেন। বৃহস্পতিবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্রিমিয়ার লিগের একটি ম্যাচে আর্সেনালকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে। এই ম্যাচে দুই গোল করেন রোনাল্ডো। খেলার ১৩ তম মিনিটে আর্সেনাল অদ্ভুত ভাবে একটি গোল করে এগিয়ে যায়। কর্নারের সময়ে ইউনাইটেড কিপার ডেভিড দি গিয়ার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পরেন তাঁরই সতীর্থ ফ্রেড। এর পরেই পা চেপে ধরে নিচু হন দি গিয়া। সেই সুযোগে এমিল স্মিথ রো বক্সের প্রান্ত থেকে অরক্ষিত গোলে শট নেন। বল জালে জরানোর আগে রেফারি মার্টিন অ্যাটকিনসন বাঁশি বাজাননি এবং কোনও ফাউল হয়নি। বিরতির এক মিনিট আগে ব্রুনো ফার্নান্দেসের গোলে সমতা ফেরায় ইউনাইটেড। ৫২তম মিনিটে মার্কাস রাশফোর্ডের একটি নিচু ক্রসকে নিজের ৮০০তম গোলে করেন রোনাল্ডো।

আইএসএল-এ চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ড্র করল এসসি ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : আর যেন না হারে এসসি ইস্টবেঙ্গল। অষ্টম আইএসএল-এ টানা হারের ধাক্কায় বিধ্বস্ত লাল-হলুদ সমর্থকদের এটাই ছিল প্রার্থনা। শুক্রবার তিলক ময়দানে চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে নামার আগে ইস্টবেঙ্গল ভক্তদের জয়ের চেয়েও অনেক বেশি ভাবিয়েছিল হারের হ্যাটট্রিক! টানা তিন ম্যাচে হার যেন দেখতে না হয়। জিততে না-পারলেও ইস্টবেঙ্গল এদিন হারল না। গোলশূন্য ড্র করল মানলো দিয়াজের ব্রিগেড। এক পয়েন্ট নিয়ে ভাল ফুটবল খেলেই মাঠ ছাড়ল লাল হলুদ।

আইএসএলে দুরন্ত ফর্মে থাকা চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে এসসি ইস্টবেঙ্গল যে ফুটবলটা খেলল, তা আগামী ম্যাচে দলকে অক্সিজেন দিতে পারে। ম্যাচের সেরা অবশ্যই হীরা মণ্ডল। লাল হলুদের গোলরক্ষক শুভম সেন তে-কাঠির নীচে ছাপ রাখলেন। শুভম সেন একাই চেন্নাইয়িনের তিন-চারটি গোল রুখে দিলেন অনায়াসে।

প্রথমার্ধে গোলের মুখ দেখতে না পেলেও দ্বিতীয়ার্ধে ৭০ থেকে ৭৩ মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের সামনে জোড়া গোলের সুযোগ ছিল। ড্যানিয়েল চিমা ও রাজু গায়কোয়াড় গোলের সুযোগ যদি নষ্ট না করতেন, তাহলে ইস্টবেঙ্গল জিতেই মাঠ ছাড়তে পারত। চলতি আইএসএলে জামশেদপুর এফসির সঙ্গে ১-১ ড্র করেই লিগ অভিযান শুরু করে ইস্টবেঙ্গল।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

TENDER NOTICE

The Office of the District Magistrate & Collector, Sepahijal a District invites Sealed e-Tenders under Two Bid System i.e. Technical Bid and Financial Bid from reputed, experienced and financially sound Companies/Firms/Agencies for supplying manpower as per BOQ at location in One Stop Centre at Sepahijala District in Tripura under One Stop Centre Schemes (OSC) on the terms and conditions mentioned in the tender document.

Key information:-

Sl. No.	Description	Important Information
1	E-Tender No. :	F.No.7 (35-B)-DM/SPJ/NAZ/2021/ Dated. 01/12/2021
2	Published Date	01/12/2021 at 11.30 hrs.
3	Bid Submission start Date	01/12/2021 at 11.30 hrs.
4	Bid submission end date	22/12/2021 at 17.30 hrs.
5	Date of public opening of Technical Bid	23/12/2021 at 11.30 hrs
6	Date of public opening of Financial Bid	To be informed.
7	Bid Validity	180days from date of opening of Tender

IMPORTANT NOTES:-

1. Tender Documents can be downloaded from Tripura e- Procurement Portal **https://tripuratenders.gov.in/**. Bidders should enroll / register in the e-procurement module of Tripura e- Procurement Portal through the website: **https://tripuratenders.gov.in/**. Bidders should also possess a valid DSC for online submission of bids.
2. Bids received on e-tendering portal only will be considered. Bids in any other form sent through sealed cover/email/post/fax etc. will be rejected.
3. The Office of the District Magistrate & Collector, Sepahijala District reserves the right to accept/reject any/all tenders in part/full without assigning any reason thereof.
4. The Office of the District Magistrate & Collector, Sepahijala District will not be responsible for any delay in enrollment/ registration of bidder or submitting/uploading the offer on e-tender portal. Hence, bidders are advised to register in e-tendering website https://tripuratenders.gov.in/ and enroll their Digital Signature Certificate and upload their quotation well in advance.
5. Any changes / corrigendum/extension of opening date in respect of this tender shall be issued through website only and no press notification will be issued in this regard. Bidders are therefore requested to regularly the website for updates.

প্লাস্টিক ক্যারিবাগ করব না ব্যবহার।
শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়বো এবার।

Chairman
District Tast Force
One Stop Centre Scheme
(District Magistrate and Collector)

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শুক্রবার শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে এআইডিএসও এর উদ্যোগে। ছবি নিজস্ব।

আজ দিল্লি-দেহরাদূন ইকোনোমিক করিডরের শিলান্যাস, আরও অনেক কর্মসূচি মোদীর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লি ও দেহরাদূনের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে শনিবার, ৪ ডিসেম্বর দিল্লি-দেহরাদূন ইকোনোমিক করিডরের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও শনিবার আরও অনেক কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। শনিবারই লক্ষ্মণ ঝুলে সেতুর উদ্বোধন করবেন মোদী। একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন। সবমিলিয়ে ১৮ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর আগমণের প্রাক্কালে শুক্রবার দেহরাদূনের প্যারেড গ্রাউন্ড নিরীক্ষণ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

শনিবারই উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেহরাদূনে গিয়ে ১৮ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লি-দেহরাদূন ইকোনোমিক করিডরও। এই করিডর দূরত্ব কমাবে দিল্লি ও দেহরাদূনের মধ্যে। ৮,৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হবে দিল্লি-দেহরাদূন অর্থনৈতিক করিডর। দিল্লি-দেহরাদূন অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হয়ে গেলে দিল্লি ও দেহরাদূনের মধ্যে ভ্রমণের সময় অনেকটাই কমবে। এখন দিল্লি থেকে দেহরাদূনে যেতে সময় লাগে ৬ ঘন্টা, দিল্লি-দেহরাদূন অর্থনৈতিক করিডর চালু হয়ে গেলে ৬ ঘন্টার পরিবর্তে সময় লাগবে মাত্র আড়াই ঘন্টা। এই করিডরে হরিদ্বার, মুজফরনগর, শামলি, যমুনানগর, বাঘপত, মেরঠ এবং বারাউতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ৭টি প্রধান ইন্টারচেঞ্জ থাকবে।

এই করিডর তৈরি হলে দুই শহরের পর্যটকরা সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুত যাতায়াত করতে পারবেন। মূলত ওই রুটে দিল্লি থেকে দেহরাদূনের মধ্যে যে অভয়ারণ্যগুলি রয়েছে, সেখানে সফর করতে পারবেন পর্যটকরা। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ রক্ষারও উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। এক্সপ্রেসওয়েতে যাতে কোনও পশু গাড়ি দুর্ঘটনায় না পড়ে, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া মূল এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে আরও বেশ কয়েকটি পর্যটনস্থল যুক্ত করার জন্য রাস্তা তৈরি হবে।

ক্ষুদিরাম বসুর জন্মজয়ন্তী পালিত রাজ্যেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। শুক্রবার শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১৩৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আজ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১৩৩ তম জন্ম জয়ন্তী। রাজ্য ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম জয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটি হয় আগরতলা উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের সামনে।

শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তারা শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মর্মর মূর্তিকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আয়োজকরা বলেন ক্ষুদিরাম বসু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের এখনো ভারতবাসী উপযুক্ত স্বাধীনতা পায়নি বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। ক্ষুদিরাম বসুর সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা স্বাধীন ভারতবর্ষের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। খোদা দারিদ্রতা কর্মহীনতা নানা সমস্যায় ভুগছে দেশ। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ভারতবাসী নতুন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে হচ্ছে বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। ক্ষুদিরাম বসুর শহর স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজ্যের সব স্বপ্ন নিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন সেই স্বপ্ন পূরণে রাষ্ট্রনায়কদের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অক্সিজেন ঘাটতি নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করুন বিরোধীদের বললেন মনসুখ মান্ডব্য

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনা-মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় অক্সিজেনের যে ঘাটতি দেখা গিয়েছিল, তা নিয়ে বিরোধীদের রাজনীতি বন্ধ করতে বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। শুক্রবার লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় তিনি বলেছন, অক্সিজেন ঘাটতি নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করুন, জীবনদায়ী এই গ্যাসের উৎপাদনে কেন্দ্রের প্রচেষ্টার দিকে মনোনিবেশ করুন। তিনি জানিয়েছেন, মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় অক্সিজেনের চাহিদা বৃদ্ধির পরে কেন্দ্রীয় সরকার অক্সিজেনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য 'সকল সম্ভাব্য প্রচেষ্টা' করেছে এবং উৎপাদন বাড়িয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ সুরেশ ধানোরকরের উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক যে এমন পরিস্থিতিতেও, অনেকে রাজনীতি করা থেকে বিরত থাকেননি... আমি আবেদন করছি, আমাদের সৎ প্রচেষ্টার দিকে নজর দিন। এটি রাজনীতির বিষয় নয়।' মনসুখ আরও বলেছেন, 'আমি বলতে চাই, মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে মৃত্যুর সংখ্যা লুকানোর দরকার নেই। এটি (সংখ্যা) জানানো উচিত।'

দেশের দুর্বল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার কাজ চলছে বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, 'স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে উপেক্ষা করে এমন পূর্বতন সরকারকে দোষারোপ করার পরিবর্তে, মোদী সরকার ফলাফলের জন্য কাজ করেছে। বিগত ২ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নেওয়া সিদ্ধান্ত এটাই ব্যক্ত করে যে, এই সরকার ক্ষমতা নয় ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কাজ করে।' করোনা-অতিমারী নিয়েও এদিন লোকসভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। তিনি বলেছেন, 'ভারতে ৩.৪৬ কোটি করোনা সংক্রমণ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং ৪.৬ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন-এটি মোট সংক্রমণের ১.৩৬ শতাংশ। ভারতে প্রতি মিলিয়ন জনসংখ্যায় ২৫ হাজার সংক্রমণ এবং ৩৪০ জনের মৃত্যু রিপোর্ট করা হয়েছে - যা বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন।'

আজ সকালেই উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে জাওয়াদ, সতর্ক হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : আগামীকাল ৪ ডিসেম্বর বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ। মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে বঙ্গোপসাগরের উপর যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে অন্ধ্র প্রদেশ এবং ওড়িশা উপকূলের মাঝামাঝি আছড়ে পড়তে পারে।

এখন বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ। যার অভিমুখ রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর ও ওড়িশার দক্ষিণ ভাগে। এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে হওয়ার গতিবেগ থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর সহ একধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে মাইকিং করে জনসাধারণকে সতর্ক করা হয়েছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু জেলায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। ঝড়ের সময় হওয়ার গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের প্রভাবে আগামী সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এই সময় সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়বে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দফতর। যে কারণে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকাগুলিকে উপকূলে ফেরার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

আইজিএম হাসপাতালে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর।। আইজিএম হাসপাতালে এন আই সি ইউ তে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো এক দাগি চোর। তার কাছ থেকে একটি প্লাস্টিকের বন্দুক সহ অন্যান্য জিনিসপত্র উদ্ধার হয়েছে।

আই জি এম হাসপাতালে এনআইসিওতে নার্সের রুমে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এক চোর। সাথে সাথেই নার্সরা হাসপাতালে থাকা সিকিউরিটি গার্ডকে খবর দিলে গার্ড এসে আটক করে ঐ চোরকে।ঐ চোরের কাছে প্লাস্টিকের নকল বন্দুক সহ আরো অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যায়।খবর দেওয়া হয় পশ্চিম থানায়। পুলিশ এসে ঐ চোরকে থানায় নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা গ্রহণ করেছে পশ্চিম থানার পুলিশ। আইজিএম হাসপাতালে কর্মরত বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী জানিয়েছে সে বেশ কিছুদিন ধরেই হাসপাতালে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। সে একজন দাগি চোর বলে নিরাপত্তাকর্মীদের অভিযোগ।আই জি এম এবং জিবি হাসপাতালে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রোগী এবং তাঁদের পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে টাকা পয়সা এবং মূল্যবান জিনিসপত্র মোবাইল ফোন ইত্যাদি হাতিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে। হাসপাতালে সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকলেও ওইসব চোরদের আটক করা সম্ভব হচ্ছে না বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

গুরুদাসপুর থেকে টিফিন বোমা ও চারটি গ্রেনেড উদ্ধার

গুরুদাসপুর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : পঞ্জাব পুলিশ বৃহস্পতিবার গুরুদাসপুরের সীমান্ত জেলা সালেমপুর আরাইয়ান গ্রাম থেকে চারটি হাতবোমা এবং একটি টিফিন বোমা উদ্ধার করেছে। প্রসঙ্গত, পঞ্জাব পুলিশ গুরুদাসপুরে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের পরিচালিত দুটি সন্ত্রাসবাদী মডিউল সামনে এনেছে। এই তথ্য জানিয়েছেন পঞ্জাবের পুলিশ মহাপরিচালক ইকবাল প্রীত সিং সাহোতা।

তিনি বলেন, সম্প্রতি সীমান্ত জেলা গুরুদাসপুর থেকে আরডিএক্স, গ্রেনেড ও পিস্তল উদ্ধারের পর গোটা জেলায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এসএইচও সদর গুরুদাসপুর সালেমপুর আড়াইয়ান গ্রামের কাছে টি পয়েন্টে চেক করার সময় ঝোপের মধ্যে একটি সন্দেহজনক বস্তা দেখতে পান। বস্তা থেকে চারটি গ্রেনেড ও একটি টিফিন বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। বোমা ডিটেকশন অ্যান্ড ডিসপোজাল টিমকে বিস্ফোরক দ্রব্য ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের মহাপরিচালক সাহোতার মতে, সীমান্ত জেলা পুলিশ উচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। প্রতিদিন রাতে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। এডিজিপি পদমর্যাদার কর্মকর্তারা তা পর্যবেক্ষণ করছেন। গুরুদাসপুর পুলিশ বুধবার ০.৯ কেজি আরডিএক্স উদ্ধার করেছিল অমৃতসরের লোপোকের বাসিন্দা সুখবিন্দর সিং ওরফে সোনুর প্রকাশের ভিত্তিতে। এর আগে মঙ্গলবার দু'টি হাতবোমা উদ্ধার করে জেলা পুলিশ।

ওড়িশার জাজপুরে লাইনচ্যুত দূরন্ত এক্সপ্রেস, বিঘ্নিত হয়নি ট্রেন পরিষেবা

ভুবনেশ্বর, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ওড়িশার জাজপুর জেলায় লাইনচ্যুত হয়ে গেল দূরন্ত এক্সপ্রেস। শুক্রবার বেলা ১১.১৪ মিনিট নাগাদ হরিদাসপুর রেল স্টেশনে দূরন্ত এক্সপ্রেসের পার্সেল ভ্যানের দু''টি চাকা লাইন থেকে নীচে নেমে যায়। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার বেলা ১১.১৪ মিনিট নাগাদ হরিদাসপুর রেল স্টেশন ইয়ার্ড থেকে যাওয়ার সময় লাইনচ্যুত হয়ে যায় ১২২৪৬ জশবন্তপুর-হাওড়া দূরন্ত এক্সপ্রেস।

ফেব্রুয়ারিতে বড় পর্দায় মিতালি রাজের বায়োপিক, "সাবাশ মিঠু"

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর (হি.স) : টেস্ট এবং একদিনের আন্তর্জাতিকে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়িকা মিতালি রাজ-র আত্মজীবনী নিয়ে বায়োপিক ''সাবাশ মিঠু''র পোস্টার পোস্ট করে ছবি মুক্তির দিন ঘোষণা করলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। ভারতের মহিলা ক্রিকেটের আইকনকে নিয়ে তৈরি এই ছবি আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে। মিতালির চরিত্রে অভিনয় করবেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাপসী পান্নু। পর্দায় মিতালির চরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য কসরত করছেন তাপসী। রীতিমত ক্রিকেটের ট্রেনিং নিচ্ছেন তিনি।

মিতালির পাশাপাশি রূপোলি পর্দায় দেখা যাবে ঝুলন গোস্বামীর চরিত্রও। বাংলার বোলারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন মুমতাজ সরকার। এছাড়াও একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করবেন বিজয় রাজ। সাধারণত শান্ত স্বভাবের মিতালি। দেখে মনে হবে ঠিক যেন পাশের বাড়ির মেয়ে। কিন্তু বাইশ গজে নামলে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আলাদা একটা জেদ চেপে ধরে। ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন। বর্তমানে টেস্ট এবং একদিনের আন্তর্জাতিকে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মিতালি। মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রানের মালিক তিনি। পদ্মশ্রী এবং অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন। মিতালির চরিত্রে অভিনয় করতে যে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে মেনে নিলেন তাপসী।

আজ মিতালির ৩৯ তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান তাপসী পান্নু এবং সৃজিত মুখার্জি। বিশেষ দিনের সকালে এই উপহার পেয়ে অভিভূত বার্থ ডে গার্ল। টুইটারে মিতালি লেখেন, ''আজকের দিনে এই পুরস্কার পেয়ে দারুণ লাগছে। বলে বোঝাতে পারব না আমি কতটা উত্তেজিত।'' সবাইকে সিনেমা হলে গিয়ে তাঁর বায়োপিক দেখার অনুরোধ জানাচ্ছেন মিতালি।

ঘূর্ণিঝড় আতঙ্কে বিশাখাপত্তনমে ৬৫টি ট্রেন বাতিল, বন্ধ থাকছে সমস্ত স্কুল

বিশাখাপত্তনম, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় ''জাওয়াদ'' আতঙ্কে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলা থেকে বাতিল করা হচ্ছে প্রায় ৬৫টি ট্রেন। শুক্রবার পূর্ব উপকূল রেলের ওয়াল্টেয়ার ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার এ কে ত্রিপাঠি বলেছেন, ৩ ও ৪ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনম জেলা থেকে বাতিল করা হচ্ছে প্রায় ৬৫টি ট্রেন। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে বিশাখাপত্তনম ও শ্রীকাকুলাম জেলায় শুক্রবার ও শনিবার বন্ধ থাকছে সমস্ত স্কুল। বিশাখাপত্তনমে জেলা কালেক্টর মল্লিকার্জুনা জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৩ ও ৪ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনম ও শ্রীকাকুলাম জেলায় বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল।

আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যেই বঙ্গোপসাগর উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপ শনিবার সকালে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে উত্তর-অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা উপকূলের মাঝামাঝি কোনও জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে। ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার গতিবেগের ঝড় এবং দমকা হাওয়া এর পর উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব অভিমুখে বাঁক নিতে পারে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অদূরের তৈরি হওয়া নিম্নচাপ বলয় বৃহস্পতিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছিল। গত ছ'ঘণ্টায় তা গড়ে ৩২ কিলোমিটার গতিবেগে পূর্ব উপকূলের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। শুক্রবার সকালে গভীর নিম্নচাপটির অবস্থান ছিল বঙ্গোপসাগরের গভীরে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে ৫৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে, ওড়িশার গোপালপুর সৈকত থেকে ৬৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে এবং ওড়িশার পারাদ্বীপ বন্দর থেকে ৭৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে।

শুক্রবার টেট অনুত্তির্ণ প্রার্থীরা টিআরবিটি অফিসে ধরণা দিয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

বগাফা কৃষি সেক্টর অফিসে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্পে লোকজনদের আর্থিক সাবলম্বী করেগরে তোলার লক্ষ্যে বগাফা কৃষিদপ্তরের সেক্টর অফিসে এক প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজন করাহয়। রাজ্যেসরকার বিভিন্নপ্রকল্পের মধ্যদিয়ে লোকজনদের আর্থিকদিকদিয়ে সাবলম্বী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে কাজকরেযাচ্ছে। এরইমধ্যে ফুল চাষের মাধ্যমে লোকজনদের আর্থিক সাবলম্বী হিসাবে গড়ে তুলতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহনকরাহয়েছে। এই কর্মসূচীকে সাফল্যমন্ডীত করতে কাজশুরু করেদিয়েছে বগাফা কৃষিদপ্তর। শুক্রবার বগাফা কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বেনিফিসারী নির্ধারনকরে ফুল চাষের উপর বিশেষ প্রশিক্ষনপ্রদানকরাহয়।

বর্তমানে ত্রিপুরাতে লোকজনের চাহিদা অনুযায়ী ফুলনেই। তাই ফুলের চাহিদা অনুযায়ী যোগানদিতে ও ফুল চাষেরমধ্যদিয়ে কৃষকদের আয় দ্বীগুনকরার লক্ষ্যে এইবিশেষ পরিকল্পনাহাতে নেওয়াহয়েছে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস। তিনি জানান শান্তির বাজার মহকুমায় বগাফা কৃষিতত্বাবধায়কের অধীনে শান্তির বাজার সেক্টর অফিস, বাইখোড়া সেক্টর অফিস ও জোলাইবাড়ী সেক্টর অফিসের অধীনে মোট ৭৩ জন ফুল চাষীকে প্রশিক্ষন প্রদানকরাহয়েছে। যারমধ্যে ৪৫ জন বেনিফিসারী গাঁদা ফুল চাষকরবে, ১৩ জন বেনিফিসারী গ্লেডিউলাস চাষ করবে, ১৩ জন রজনিগন্ধা ও ২ জন গোলাপ ফুল চাষ করবে। এইসকল বেনিফিসারীদের প্রশিক্ষনদেওয়া শেষ। এরমধ্যে গ্লেডিউলাস ও গাঁদাফুলের বীজ সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরন শেষহয়েগেছে। বাকি রয়েছে রজনী গন্ধা ও গোলাপ আগামী কিছুদিনের মধ্যে বেনিফিসারীদের মধ্যে বিতরন করাহবে।

কৃষি তত্বাবধায়ক জানান ফুলচাষে বগাফাকৃষিদপ্তর নজীর সৃষ্টিকরবে। অপরদিকে তিনি জানান ফুলচাষে অনেকজন কৃষক আগ্রহপ্রকাশ করছে। স্কীম সিমিত থাকার জন্য সকলকে সুবিধা দেওয়াযাচ্ছেনা। তাইতিনি উনার উর্ধতর কতৃপক্ষের নিকট সকলকে পরিষেবা প্রদানেরজন্য আবেদন করেছেন। আজকের এই প্রশিক্ষন কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস, শান্তির বাজার কৃষিদপ্তরের সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মজুমদার, বাইখোড়া কৃষি দপ্তরের সেক্টরঅফিসার দীপক দাস সহ অন্যান্যরা। কৃষিদপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের এই প্রশিক্ষন কর্মসূচীতে সকলে ব্যাপক উৎসাহের সহিত অংশগ্রহনকরে।

ফিনটেক উদ্যোগকে বিপ্লবে রূপান্তরিত করার সময় এসেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ফিনটেক উদ্যোগকে ফিনটেক বিপ্লবে রূপান্তরিত করার সময় এসেছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এমন একটি বিপ্লব যা দেশের প্রতিটি নাগরিকের আর্থিক ক্ষমতায়ন অর্জনে সহায়তা করবে। শুক্রবার সকালে ভার্চুয়ালি ইনফিনিটি ফোরামে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এদিন ইনফিনিটি ফোরামের উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মুদ্রার ইতিহাস অসাধারণ বিবর্তন দেখেছে। মানুষ যেমন বিবর্তিত হয়েছে, আমাদের লেনদেনের রূপও তেমনই হয়েছে। বিনিময় ব্যবস্থা থেকে ধাতু পর্যন্ত, মুদ্রা থেকে নোট পর্যন্ত, চেক থেকে কার্ড, আজ আমরা এখানে পৌঁছেছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিগত সাত বছরে, ভারত ৪৩০ মিলিয়ন জন ধন অ্যাকাউন্ট রেকর্ড করেছে, যা ব্যক্ত করে আমরা পরিবর্তিত সময়ে নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পারি।... ফিনটেক উদ্যোগকে এবার ফিনটেক বিপ্লবে রূপান্তরিত করার সময় এসেছে। এমন একটি বিপ্লব যা দেশের প্রতিটি নাগরিকের আর্থিক ক্ষমতায়ন অর্জনে সহায়তা করবে।' শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। ৩ ও ৪ ডিসেম্বর গিফট সিটি এবং ব্লুমবার্গের সহযোগিতায় ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সেন্টার অথরিটি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রিটেন ফোরামের প্রথম সংস্করণের অংশীদার দেশ। ইনফিনিটি ফোরাম নীতি, ব্যবসা এবং প্রযুক্তিতে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের একত্রিত করবে এবং কীভাবে প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন ফিনটেক শিল্প দ্বারা অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য এবং ব্যাপকভাবে মানবতার সেবা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কার্যকর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।